জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ১৪৪০ হিজরি/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়		পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	১	ভূমিকা	৪
	২	উদ্দেশ্য	৪
দ্বিতীয় অধ্যায়	৩	হজযাত্রীর প্রাক্-নিবন্ধন ও নিবন্ধন, কর্মপরিকল্পনা এবং হজ প্যাকেজ ঘোষণা	৪
	৩.১	প্রাক্-নিবন্ধন ও নিবন্ধন	৪
	৩.২	হজবিষয়ক কর্মপরিকল্পনা ও হজ প্যাকেজ ঘোষণা	৬
	৩.৩	হজে গমনের যোগ্যতা	৬
	৪	হজসংক্রান্ত চুক্তি	৬
	৫	হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা : বাংলাদেশ পর্ব	৬
	৫.১	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের করণীয়	৬
	৫.২	হজ অফিস, ঢাকার করণীয়	৮
	৬	হজ ব্যবস্থাপনা : সৌদি আরব পর্ব	৯
	৬.২	হজ এজেন্সির বাড়ি পরিদর্শন	১০
	৬.৩	হজকর্মী নিয়োগ	১০
	৭	বেসরকারি ব্যবস্থাপনা	১১
	৮	বাড়ি ভাড়া	১৩
	৮.১	সরকারি ব্যবস্থাপনায় বাড়ি ভাড়া	১৩
	৮.২	বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় বাড়ি ভাড়া	১৩
	৯	সৌদি আরবে হজ ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধানের উদ্দেশে বিভিন্ন দল প্রেরণ	১৪
	৯.১	হজ প্রতিনিধি দল	১৪
	৯.২	হজ প্রশাসনিক দল	১৪
	৯.৩	সমন্বিত হজ চিকিৎসক দল	১৫
	৯.৪	হজগাইড নির্বাচন	১৬
	৯.৫	রাষ্ট্রীয় খরচে হজ পালন	১৬
	৯.৬	মৌসুমি হজ অফিসার নিয়োগ	১৬
	৯.৭	কারিগরি দল	১৬
তৃতীয় অধ্যায়	১০	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা	১৬
	১১	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা	১৭
	১২	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা	১৮
	১৩	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা	১৮
	১৪	গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা	১৯
	১৫	তথ্য মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা	১৯
	১৬	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা	১৯
	১৭	বাংলাদেশ ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংকের ভূমিকা	১৯
	১৭.১	বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা	১৯
	১৭.২	সোনালী ব্যাংক ও অনুমোদিত বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা	১৯
	১৮	জেলা প্রশাসকের ভূমিকা	২০
	১৯	ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ভূমিকা	২০
চতুর্থ অধ্যায়	২০	আপৎকালীন ফান্ড	২০
	২১	হজযাত্রীদের অব্যয়িত অর্থ ফেরত প্রদান	২০
পঞ্চম অধ্যায়	২২	ওমরাহ এজেন্সিসংক্রান্ত	২১
	২২.১	ওমরাহ এজেন্সির নীতি	২১
	২২.২.১	ওমরাহ এজেন্সির দায়-দায়িত্ব	২১
ষষ্ঠ অধ্যায়	২৩	হজ ও ওমরাহ এজেন্সি নিয়োগ, পরিদর্শন ও নবায়ন	২১
	২৩.১	নিয়োগের শর্তাবলি	২২

	২৩.২	নিয়োগ প্রক্রিয়া	২২
	২৩.৩	পরিদর্শন	২২
	২৩.৪	নবায়ন	২২
	২৪	হজ ও ওমরাহ এজেন্সির বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্ত, শাস্তি ও রিভিউ	২২
	২৪.১	তদন্ত/শাস্তির কারণসমূহ	২৩
	২৪.২	তদন্ত ও শাস্তি	২৩
	২৪.৩	রিভিউ	২৩
সপ্তম অধ্যায়	২৫	জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা	২৩

জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ১৪৪০ হিজরি/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

প্রথম অধ্যায়

১	**ভূমিকা**
	ক. আর্থিক ও শারীরিকভাবে সামর্থ্যবান প্রত্যেক মুসলমানের জন্য পবিত্র হজপালন ইসলাম ধর্মের অবশ্য পালনীয় অন্যতম স্তম্ভ। প্রতিবছর বাংলাদেশ থেকে বিপুলসংখ্যক ধর্মপ্রাণ মুসলমান পবিত্র হজ ও ওমরাহ পালনের জন্য সৌদি আরব গমন করেন। পবিত্র হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত। রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক প্রতিবছর প্রয়োজনীয়তার নিরিখে হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তিত নিত্য নতুন নিয়ম-নীতি, বিধি-বিধান প্রবর্তন করায় এবং বাংলাদেশ হতে পবিত্র হজ ও ওমরাহ পালনের লক্ষ্যে হজ ও ওমরাহযাত্রীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনাকে যুগোপযোগী ও তথ্য প্রযুক্তি (IT) নির্ভর করার লক্ষ্যে বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ১৪৩৯ হিজরি/২০১৮খ্রিষ্টাব্দ এর কতিপয় অনুচ্ছেদ নিম্নরূপভাবে সংশোধন করা হলো : খ. এ নীতিমালা 'জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ১৪৪০ হিজরি/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ' নামে অভিহিত হবে এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।
২	**উদ্দেশ্য**
২.১	যথাসময়ে হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
২.২	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হজযাত্রীদের বাংলাদেশ-সৌদি আরব-বাংলাদেশ রুটের বিমান ভাড়া নির্ধারণ ও হজ প্যাকেজ ঘোষণা।
২.৩	যথাসময়ে হজের প্রাক্-নিবন্ধন, নিবন্ধনের সময় ও তারিখ নির্ধারণ এবং ঘোষণা।
২.৪	যথাসময়ে হজের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক রাজকীয় সৌদি সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ।
২.৫	হজ ও ওমরাহ সম্পাদনের জন্য সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনার মধ্যে সমন্বয় সাধন।
২.৬	হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট সকলের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়িত্ব নির্ধারণ।
২.৭	হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ।
২.৮	সরকারি ও বেসরকারি উভয় ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের জন্য সৌদি আরবে যথাসময়ে বাড়ি ভাড়া ও অন্যান্য কার্যক্রম সম্পন্ন করে ব্যয় যৌক্তিক পর্যায়ে রাখা।
২.৯	হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জনমনে স্বচ্ছ ধারণা প্রদান, হজযাত্রীদের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ।
২.১০	বাংলাদেশের ই-হজ ব্যবস্থাপনাকে রাজকীয় সৌদি সরকারের ই-হজ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সমন্বয় করে হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনার আধুনিকীকরণ এবং প্রযোজ্য সকল কার্যক্রম অনলাইনে সম্পাদন।
	দ্বিতীয় অধ্যায়
৩	**হজযাত্রীর প্রাক্-নিবন্ধন ও নিবন্ধন, কর্মপরিকল্পনা এবং হজ প্যাকেজ ঘোষণা।**
৩.১	**প্রাক্-নিবন্ধন ও নিবন্ধন।**
৩.১.১	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বছরব্যাপী হজযাত্রীর প্রাক্-নিবন্ধন করার জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি সিস্টেমসহ অবকাঠামো বিনির্মাণ ও পরিচালনা করবে। হজে যেতে আগ্রহী বাংলাদেশের নাগরিকগণকে প্রাক্-নিবন্ধন করতে হবে। প্রাক্-নিবন্ধনের জন্য জাতীয় পরিচয়পত্র (NID)/অনূর্ধ্ব ১৮ বছরের ব্যক্তিদের জন্য জন্মনিবন্ধন সনদ থাকতে হবে। এ সংক্রান্ত তথ্য জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্যভান্ডার এবং জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন তথ্যভান্ডারের সঙ্গে যাচাই করা হবে। প্রবাসীরা পাসপোর্টের মাধ্যমে প্রাক্-নিবন্ধন করতে পারবেন। প্রাক্-নিবন্ধনের পর চূড়ান্ত নিবন্ধনের জন্য হজ গমনেচ্ছু ব্যক্তির এমআরপি (MRP) পাসপোর্ট থাকতে হবে। এরূপ পাসপোর্টের মেয়াদ হজের তারিখ হতে কমপক্ষে পরবর্তী ০৬ (ছয়) মাস থাকতে হবে। বাংলাদেশি নাগরিক বিদেশি পাসপোর্ট নিয়ে হজে যেতে পারবেন না; তবে তাঁরা বাংলাদেশি এমআরপি (MRP) পাসপোর্ট সংগ্রহপূর্বক হজে যেতে পারবেন।
৩.১.২	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হজের প্রাক্-নিবন্ধন ও নিবন্ধনের পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে হজের ওয়েবসাইটে (www.hajj.gov.bd) প্রকাশ করবে। একইসঙ্গে বিজ্ঞপ্তি আকারে ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রকাশসহ বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও সরকারের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের মাধ্যমে বহুলপ্রচারের ব্যবস্থা করবে।
৩.১.৩	সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজে যেতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (UDC), ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যালয় ও হজ অফিস, ঢাকা হতে হজের প্রাক্-নিবন্ধন করতে পারবেন। বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজে যেতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ হজ এজেন্সির কার্যালয় হতে হজের প্রাক্-নিবন্ধন করবেন। প্রয়োজনে চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান/দপ্তরকে প্রাক্-নিবন্ধন কেন্দ্র ঘোষণা করতে পারবে।
৩.১.৪	সরকার নির্ধারিত প্রাক্-নিবন্ধন ফি ও জামানত নির্ধারিত ব্যাংকে জমা প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় প্রাক্-নিবন্ধন সার্ভার থেকে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে প্রাক্-নিবন্ধন ক্রমিক প্রদান করা হবে।
৩.১.৫	যে সকল হজযাত্রীর বয়স ১৮ বা তদূর্ধ্ব তাদের প্রাক্-নিবন্ধনের জন্য জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) বাধ্যতামূলক এবং যাঁদের বয়স ১৮ বছরের নিচে তাঁরা অভিভাবকের সঙ্গে জন্মনিবন্ধন সনদের কপিসহ অনলাইনে প্রাক্-নিবন্ধন করবেন। প্রাক্-নিবন্ধনসম্পন্নকারী ব্যাংকসমূহ প্রবাসী ও ১৮ বছরের নিম্নবয়সীদের সনদের (NID/জন্ম নিবন্ধন) তথ্য অবশ্যই প্রাক্-নিবন্ধন ভাউচারের তথ্যের সঙ্গে যাচাই করবে।
৩.১.৬	হজযাত্রী প্রেরণের ক্ষেত্রে সৌদি সরকার থেকে নির্ধারিত কোটা পাওয়ার পর ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হজ প্যাকেজ ঘোষণা এবং

	হজযাত্রী প্রেরণের জন্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বেসরকারি বৈধ হজ এজেন্সির তালিকা এবং হজে গমনেচ্ছু প্রাক্-নিবন্ধিত প্রার্থীর মধ্য হতে ক্রমানুযায়ী কোটার সমসংখ্যক হজযাত্রীর তালিকা নিবন্ধনের জন্য প্রকাশ করবে। প্রকাশিত তালিকার হজযাত্রীগণকে ঘোষিত প্যাকেজ অনুযায়ী সরকারি ব্যবস্থাপনায় নির্ধারিত ব্যাংক এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বৈধ হজ এজেন্সির মধ্য থেকে পছন্দমতো এজেন্সি ও হজ প্যাকেজ নির্বাচনপূর্বক হজ প্যাকেজের অবশিষ্ট টাকা মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্বাচিত ব্যাংকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিবন্ধনকারী এজেন্সির নির্দিষ্ট একাউন্টে প্রদান করার জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় নির্দেশনা প্রদান করবে। বেসরকারি এজেন্সি কর্তৃক ঘোষিত প্যাকেজ এবং হজযাত্রীর সঙ্গে এজেন্সির নির্ধারিত ফরমে সম্পাদিত চুক্তির অনুলিপি হজ অফিস, ঢাকায় দাখিল করবে। হজ এজেন্সি অবশ্যই তাদের মহিলা হজযাত্রীদের প্রাক্-নিবন্ধনের সময়েই মাহরাম সঠিকভাবে উল্লেখ করে প্রাক্-নিবন্ধন সম্পন্ন করতে হবে।
৩.১.৭	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীর ক্ষেত্রে হজ অফিস, ঢাকা এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সি প্রাক-নিবন্ধিত ব্যক্তির হজ প্যাকেজে ঘোষিত টাকা পরিশোধ করে হজযাত্রী হিসেবে চূড়ান্ত নিবন্ধন সম্পন্ন হলে হজ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমে (HMIS) স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাঁর পিলগ্রিম আইডি (PID) পাওয়া যাবে।
৩.১.৮	প্রাক্-নিবন্ধিত তালিকা থেকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত কোনো হজযাত্রী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাকি টাকা জমা দিতে ব্যর্থ হলে, অবশিষ্ট কোটা পূরণের জন্য প্রাক্-নিবন্ধনের ক্রমানুযায়ী প্রয়োজনীয়সংখ্যক হজে গমনেচ্ছু ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ৩.১.৬ ও ৩.১.৭ উপ-অনুচ্ছেদের আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদন করার আহ্বান জানানো হবে।
৩.১.৯	৩.১.৬ উপ-অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রকাশিত হজযাত্রীদের তালিকার মধ্যে যাঁরা ঘোষিত সময়ে নিবন্ধন করতে ব্যর্থ হবেন, তাঁদের প্রাক্-নিবন্ধন পরবর্তী ১ (এক) বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে, অর্থাৎ পর পর ২ বছর নিবন্ধনের জন্য প্রকাশিত তালিকার কোনো হজযাত্রী নিবন্ধনের সুযোগ গ্রহণ না করলে তিনি হজ গমনে ইচ্ছুক নন বিবেচনায় তাঁর প্রাক্-নিবন্ধন বাতিল করা হবে।
৩.১.১০	যদি কোনো হজযাত্রী হজে যেতে আগ্রহী না হন, তাহলে প্রাক্-নিবন্ধনের জামানত (নির্ধারিত সার্ভিস ফি ব্যতীত) ফেরত নিতে পারবেন, তবে এক্ষেত্রে তাদের জামানত বাবদ জমাকৃত টাকার মধ্য হতে প্রসেসিং ফি (প্যাকেজে নির্ধারিত) কর্তন করে অবশিষ্ট টাকা সরকারি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে হজযাত্রীর ব্যাংক হিসাবে এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এজেন্সির ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে অথবা হজযাত্রীকে সরাসরি ফেরত প্রদান করা হবে।
৩.১.১১	কোনো এজেন্সিতে কোটার কম হজযাত্রী প্রাক্-নিবন্ধিত হলে বা লাইসেন্স চালাতে অপারগ হলে বা লাইসেন্স বাতিল বা স্থগিত হলে বা শাস্তি হিসাবে আরোপিত জরিমানা পরিশোধ না করলে বা সৌদি সরকার কর্তৃক কালো তালিকাভুক্ত হলে, বা হজযাত্রী কোনো কারণে লিখিত আবেদন করলে সরকারের অনুমোদনসাপেক্ষে ঐ এজেন্সির হজযাত্রীদের অন্য বৈধ লাইসেন্সধারী এজেন্সির বরাবরে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবশ্যই স্থানান্তর (Transfer) করতে হবে। নির্ধারিত সময়ে সংশ্লিষ্ট এজেন্সি স্থানান্তর না করলে সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকা স্থানান্তর করবেন।
৩.১.১২	সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রতি ৪৪ (চুয়াল্লিশ) জন হজযাত্রীর জন্য ১ (এক) জন গাইড গমণ করবেন। প্রতিবছরের জন্য গাইডদের তথ্যফর্ম পূরণ করে সরকারের অনুমোদন গ্রহণপূর্বক ফ্লাইট শুরুর কমপক্ষে ২ (দুই) মাস পূর্বে গাইডদের তথ্যাবলি সরাসরি হজ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমে (HMIS) এন্ট্রি করতে হবে। হজ গাইড নির্বাচনের ক্ষেত্রে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত হজ গাইড নির্বাচন ও কর্মপরিধিসংক্রান্ত নির্দেশিকা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
৩.১.১৩	প্রাক্-নিবন্ধন, নিবন্ধন ও হজযাত্রীর তথ্যভান্ডার ইত্যাদি প্রয়োজনীয়সংখ্যক আইটি বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে একটি কারিগরি কমিটি গঠনপূর্বক সরকার সময়ে সময়ে মনিটরিং করবে।
৩.১.১৪	বেসরকারি ব্যবস্থাপনার মোনাজ্জেমদের সৌদি আরবের হজসংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য সৌদি সরকারের ভিসা প্রদান সংক্রান্ত নিয়মাবলি অনুসরণ করে ভিসা প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানো হবে।
৩.১.১৫	হজ ফ্লাইট শুরু হওয়ার অন্তত ১০ দিন পূর্বে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বে হজ এজেন্সিজ এ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব)-এর একজন প্রতিনিধিসহ ৫ (পাঁচ) সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি সৌদি আরবস্থ মোয়াচ্ছাসা, আদিল্লা ও ওজারাতুল হজের হজ ব্যবস্থাপনার বিশেষ বিশেষ বিষয়গুলো পর্যালোচনার জন্য সৌদি আরব গমন করবেন।
৩.১.১৬	প্রাক্-নিবন্ধনের সময় হজে গমনেচ্ছু প্রার্থীর নিকট হতে প্রাক্-নিবন্ধনের ফি ও জামানতের অর্থ ছাড়া হজ এজেন্সি অন্য কোনো অর্থ গ্রহণ করতে পারবে না। শুধু নিবন্ধনযোগ্য প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পর অবশিষ্ট অর্থ গ্রহণ করে নির্ধারিত প্যাকেজ অনুযায়ী হজযাত্রীদের নিবন্ধন করতে হবে।
৩.১.১৭	নিবন্ধিত হজযাত্রীর নামের তালিকা হতে তাঁর সম্মতি ব্যতীত কোনো হজযাত্রীকে প্রতিস্থাপন করা যাবে না। তবে মৃত্যু/গুরুতর অসুস্থতা বা লিখিতি আবদনের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক এ বিষয়ে গঠিত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে বিশেষ বিবেচনায় কেবল প্রাক্-নিবন্ধিত হজযাত্রীর মধ্য হতে প্রতিস্থাপন করা যাবে। তবে কোনো অবস্থাতেই একটি এজেন্সির মোট হজযাত্রীর ৫% এর অধিক হজযাত্রী প্রতিস্থাপনযোগ্য হবে না। হিজরি সনের ১০ রমজানের মধ্যে হজযাত্রী প্রতিস্থাপন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের পরে প্রতিস্থাপনের কোনো আবেদন গ্রহণ করা হবে না। মৃত্যু এবং গুরুতর অসুস্থতার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার মেয়র অথবা কাউন্সেলর, সিভিল সার্জন অথবা সরকারি হাসপাতাল/মেডিকেল কলেজ/মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসক অথবা বেসরকারি হাসপাতাল/বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ-এর প্রধান অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত চিকিৎসকের প্রত্যয়নপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক কমিটি বিবেচনায় নিতে পারবে।
৩.২	হজ বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা ও হজ প্যাকেজ ঘোষণা।

৩.২.১	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিহিজরি সনের রবিউস সানি মাসের মধ্যে ঐ বছরের হজের ক্যালেন্ডার/কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
৩.২.২	রাজকীয় সৌদি সরকারের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের দ্বি-পাক্ষিক হজ চুক্তি সম্পাদনের পর পরই হজ প্যাকেজ ঘোষণা ও প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। হজ প্যাকেজে হজের যাবতীয় নির্দেশনা এবং ব্যয়ভার যেমন : বিমান ভাড়া, সৌদি আরবে প্রদেয় বিভিন্ন সার্ভিস চার্জ ও পরিবহণ ফি, বাড়ি ভাড়া, খাওয়া খরচ, জম জমের পানি, অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ, প্রযোজ্য কর ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এ ছাড়া কুরবানির বিষয়ে প্রকাশিত হজ প্যাকেজে নির্দেশনা প্রদান করা হবে।
৩.৩	**হজে গমনের যোগ্যতা**
৩.৩.১	বাংলাদেশি মুসলিম নাগরিক এবং ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী আর্থিক ও শারীরিকভাবে সামর্থ্যবান মানসিকভাবে সুস্থ ব্যক্তি হজে গমনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
৩.৩.২	মেডিক্যাল বোর্ডের মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্বাচিত/মনোনীত ব্যক্তি হজে যাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
৩.৩.৩	সৌদি সরকারের বিধি-বিধান ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করত বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আন্তর্জাতিক পাসপোর্টের মাধ্যমে হজে গমনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
৩.৩.৪	কোনা মহিলা হজে গমনের ক্ষেত্রে বিধান অনুযায়ী কেবল শরিয়ত সম্মত মাহ্‌রাম-এর সঙ্গে হজে যাওয়ার জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
৩.৩.৫	বাংলাদেশ সরকার ও রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে আরোপিত বিধি-বিধানের আলোকে যারা হজে যাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
৪	**হজ সংক্রান্ত চুক্তি**
৪.১	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/সচিব রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে রাজকীয় সৌদি সরকারের সঙ্গে দ্বি-পাক্ষিক হজ চুক্তি সম্পাদন করবেন। এ দলে হাব-এর একজন প্রতিনিধি নিজস্ব অর্থায়নে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন।
৪.২	হজ চুক্তি সম্পাদনের প্রাক্কালে/নির্ধারিত সময়ে সৌদি আরবে নিয়োগপ্রাপ্ত কাউন্সেলর (হজ)/বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল-প্রধান কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সৌদি আরবের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সংস্থা যেমন, হাজী পরিবহনে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা, মোয়াল্লেমদের সংগঠন (মোয়াচ্ছাসা ও আদিল্লা অফিস), সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রীদের বাড়ি ভাড়ার চুক্তিসহ বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদন করবেন। বিশেষ প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী মক্কা অথবা মদিনায় নিয়োগপ্রাপ্ত হজ অফিসার চুক্তি সম্পাদন করতে পারবেন। কোনা কোনা এয়ারলাইন্স বাংলাদেশ থেকে সৌদি আরবে হজযাত্রী পরিবহণ করবে তা হজ চুক্তিতে উল্লেখ থাকতে হবে।
৪.৩.১	হজ প্যাকেজ বাস্তবায়নসম্পর্কিত প্রয়োজনীয় শর্তাদি পালনের জন্য প্রত্যেক হজ এজেন্সিকে হজ প্যাকেজ ঘোষণার পর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষে পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকার সঙ্গে একটি দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন করতে হবে।
৪.৩.২	যদি একাধিক এজেন্সি সমন্বিতভাবে হজ কার্যক্রম পরিচালনা করতে চায় তাহলে এজেন্সিসমূহ পরিচালক হজের উপস্থিতে পরস্পর লিখিত সম্মতির ভিত্তিতে একটি লিড এজেন্সি নির্ধারণ করবে। এক্ষেত্রে লিড ও সমন্বয়কারী এজেন্সি/এজেন্সিসমূহের মধ্যে সমঝোতা চুক্তি থাকতে হবে। নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে সম্পাদিত সমঝোতা চুক্তির কপি হজ অফিস, ঢাকায় দাখিলপূর্বক লিড এজেন্সিকে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষে পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকার সঙ্গে দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। তবে লিড এজেন্সির সঙ্গে সমন্বয়কারী এজেন্সি তার হজযাত্রীর সংখ্যানুযায়ী নিবন্ধনের সমুদয় অর্থ লিড এজেন্সির একাউন্টে চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে বা অব্যবহিত পরে অবশ্যই জমা প্রদান করে সংশ্লিষ্ট হিসাবের বিবরণী (Bank Statement) পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকার নিকট জমা প্রদান করতে হবে।
৪.৩.৩	একাধিক হজ এজেন্সি সমন্বিতভাবে হজ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে লিড এজেন্সি হজযাত্রীদের সকল দায়-দায়িত্ব বহন করবে। হজযাত্রীর নিবন্ধন থেকে শুরু করে হজযাত্রী প্রেরণ ও দেশে প্রত্যাগমন এবং সৌদি আরবে হজযাত্রীদের প্রাপ্য সেবা প্রদানের সার্বিক দায়িত্ব লিড এজেন্সিকে বহন করতে হবে।
৪.৪	প্রত্যেক হজ এজেন্সির স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ব্যবস্থাপনা অংশীদার/ক্ষমতাপ্রাপ্ত অংশীদার/পরিচালক এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনার প্রত্যেক হজযাত্রী পরস্পর চুক্তি সম্পাদন করবেন। এ চুক্তির মূলকপি হজযাত্রী এবং অপর দুই কপি যথাক্রমে সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সি ও হজ অফিস, ঢাকা সংরক্ষণ করবে। বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রী এবং এজেন্সির মধ্যে চুক্তি সম্পাদনের জন্য নির্ধারিত ছক ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/হজ অফিস, ঢাকা থেকে সরবরাহ করা হবে। এ ছাড়া ওয়েবসাইট (www.hajj.gov.bd) থেকেও সংগ্রহ করা যাবে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় চুক্তি বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করবে।
৪.৫	হজ এজেন্সিসমূহ রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে বাংলাদেশ হজ অফিস, মক্কার সহায়তায় নিজ দায়িত্বে সৌদি আরবে মক্কা ও মদিনায় বাড়ি ভাড়াসংক্রান্ত সৌদি সরকারের প্রচলিত আইন, বিধি-বিধান ও প্রথা অনুযায়ী হজযাত্রীদের জন্য বাড়ি/হোটেল ভাড়ার নিমিত্ত বাড়ি/হোটেল মালিকদের সঙ্গে ভাড়ার চুক্তি সম্পাদন করবে এবং তার অনুলিপি মক্কাস্থ বাংলাদেশ হজ অফিসে দাখিলপূর্বক অন-লাইন তাসরিহ অনুমোদন প্রক্রিয়া (ফরম-৯) দ্রুত সম্পন্ন করবে।
৫	**হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা : বাংলাদেশ পর্ব**
৫.১	**ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের করণীয়**
৫.১.১	জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ, হজ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও

	সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন।
৫.১.২	হজসংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/প্রতিষ্ঠানসমূহের গৃহীত কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন ও পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে দুটি কমিটি থাকবে। **জাতীয় কমিটি** ক. প্রধানমন্ত্রী - সভাপতি খ. মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী,ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় - সদস্য গ. মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় - সদস্য ঘ. মন্ত্রিপরিষদ সচিব - সদস্য ঙ. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব - সদস্য চ. সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় - সদস্য ছ. সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ -সদস্য জ. সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় -সদস্য ঝ. সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ -সদস্য ঞ. সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয় -সদস্য ত. সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ -সদস্য থ. সচিব, জন নিরাপত্তা বিভাগ -সদস্য দ. সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় -সদস্য ধ. সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ -সদস্য ন. সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় -সদস্য ট. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন -সদস্য ঠ. মহাপরিচালক, এন. এস. আই . -সদস্য ড. পরিচালক, হজ ঢাকা অফিস -সদস্য ঢ. সভাপতি ও মহাসচিব, হাব - সদস্য ণ. যুগ্মসচিব (হজ) - সদস্য-সচিব এ কমিটি বছরে অন্তত একবার বৈঠকে মিলিত হবে। **জাতীয় হজ ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাহী কমিটি** ক. মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় - সভাপতি খ. সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় - সদস্য গ. সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ - সদস্য ঘ. সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় - সদস্য ঙ. সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয় - সদস্য চ. সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ - সদস্য ছ. সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ - সদস্য জ. সচিব, জন নিরাপত্তা বিভাগ - সদস্য ঝ. সচিব, স.প.ও মহাসড়ক বিভাগ - সদস্য ঞ. সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় - সদস্য ত. সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় - সদস্য থ. সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ-সদস্য দ. সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় - সদস্য ধ.সচিব, বে. বি. প. ও পর্যটন মন্ত্রণালয় - সদস্য ন.প্রতিনিধি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ - সদস্য ট. মহাপরিচালক,প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় - সদস্য ঠ. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন - সদস্য ড . প্রধান, প্রকৌশলী গণপূর্ত অধিদপ্তর - সদস্য ঢ. অতিরিক্ত আইজিপি, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স - সদস্য ণ. মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন - সদস্য প.পরিচালক, হজ ঢাকা অফিস -সদস্য ফ. সভাপতি ও মহাসচিব, হাব - সদস্য ব. যুগ্মসচিব (হজ) - সদস্য-সচিব এ কমিটি বছরে অন্তত দুইবার বৈঠকে মিলিত হবে।
৫.১.৩	জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি এবং হজ প্যাকেজ ঘোষণাপূর্বক প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার এবং ওয়েবসাইটে

	(www.hajj.gov.bd ও www.mora.gov.bd) প্রকাশ।
৫.১.৪	সরকারি ও বেসরকারি হজযাত্রীর সংখ্যা নির্ধারণ, প্রাক্-নিবন্ধন ফি ও জামানত সংগ্রহ এবং জামানতের অর্থ প্যাকেজ অনুযায়ী সমন্বয়ের লক্ষ্যে রাজকীয় সৌদি সরকারের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক সৌদি আরবে প্রেরণ।
৫.১.৫	সৌদি আরবে সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের জন্য বাড়ি ভাড়াসহ অন্যান্য ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ প্রেরণ।
৫.১.৬	সৌদি আরবে হজ ব্যবস্থাপনা ব্যয় নির্বাহের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা সরবরাহের লক্ষ্যে যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের সঙ্গে সমন্বয় সাধন।
৫.১.৭	হজের প্রথম ফ্লাইট শুরুর অন্তত : ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে প্রয়োজনীয় ঔষধ, চিকিৎসা ও অন্যান্য সামগ্রী সৌদি আরবে প্রেরণ।
৫.১.৮	সকল হজযাত্রীর জন্য হজের নিয়মাবলিসংবলিত পুস্তিকা ও সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের জন্য কব্জিবেল্ট সরবরাহকরণ। বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের কব্জিবেল্ট সংশ্লিষ্ট এজেন্সি সরবরাহ করবে। বাংলাদেশের পতাকা খচিত ট্রলিব্যাগ (দি: ৬৫ সে.মি. × উচ্চতা : ২৫ সে.মি. × প্রস্থ : ৪৫ সে.মি.)ও কিট ব্যাগ সরকারি ও বেসরকারি উভয় ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীগণকে স্ব স্ব দায়িত্বে ক্রয় করার জন্য বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অবহিতকরণ।
৫.১.৯	হজ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনে অন্যান্য হজ সামগ্রী সংগ্রহ ও সরবরাহকরণ।
৫.১.১০	হজ এজেন্সিসমূহের প্রতিনিধিদের সাথে সমন্বয়।
৫.১.১১	হজ প্রতিনিধি দল, প্রশাসনিক দল, চিকিৎসক দল, হজ সহায়ক দল এবং কারিগরি দল গঠন ও যথাসময়ে সৌদি আরব প্রেরণ।
৫.১.১২	তথ্য প্রযুক্তি (IT) প্রয়োগের মাধ্যমে হজযাত্রীদের সেবার ব্যবস্থা গ্রহণ। আইটি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনায় (HAAB)-সহ অন্যান্য হজ সংশ্লিষ্টদের (Stakeholder) সহযোগিতা গ্রহণ।
৫.১.১৩	হজ প্রশিক্ষণ গাইডলাইন অনুযায়ী হজযাত্রী, গাইড, মোনাজ্জেম, হজ এজেন্সি, হজ প্রশাসনিক দল, হজ চিকিৎসক দল, হজ চিকিৎসা সহায়তাকারী দল, হজ কারিগরি দল এবং সৌদি পর্বে হজকর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য হজসংক্রান্ত প্রশিক্ষণ গাইড লাইন, প্রশিক্ষণ মডিউল এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়ন।
৫.১.১৪	সৌদি আরবে বাংলাদেশ হজ অফিসে প্রেষণে প্রয়োজনীয়সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং হজ ফ্লাইট শুরুর দুই মাস পূর্বে হজ অফিস, ঢাকায় প্রেষণে অনুর্ধ ৬ষ্ঠ গ্রেডের দুইজন এবং ১৩ -২০তম গ্রেডের পাঁচজন কর্মচারী সাময়িকভাবে নিয়োগ/সংযুক্ত করতে হবে।
৫.১.১৫	সৌদি কর্তৃপক্ষ থেকে প্রাপ্ত স্টিকার বাংলাদেশি হজযাত্রীর সেবায় নিয়োজিত উপযুক্ত ও অনুমোদিত ব্যক্তিকে প্রদান। স্টিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তির ছবি, জীবনবৃত্তান্ত, ভিসার প্রয়োজনীয় ফর্ম ও পাসপোর্টের ফটোকপি সংরক্ষণ এবং নাম ও পাসপোর্ট নম্বর উল্লেখপূর্বক সরকারি আদেশ (GO) জারি অথবা বাংলাদেশী হজযাত্রীর সেবায় নিয়োজিত বিভিন্ন দলের সদস্য হিসেবে অর্ন্তভুক্ত সরকারি কর্মচারী/এজেন্সি মালিক/মোনাজ্জেম/ অনুমোদিত ব্যক্তিদের পাসপোর্ট, জীবনবৃত্তান্ত, ভিসা ফর্ম সংগ্রহপূর্বক সরকারি আদেশ **(GO)** জারি এবং তাঁদের জন্য দীর্ঘ মেয়াদি ভিসার জন্য সৌদি আরবে তথ্য প্রেরণ।
৫.১.১৬	হজ বিষয়ে কাউন্সেলর (হজ), বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দা, সৌদি আরব এবং পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকা হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা।
৫.১.১৭	অনলাইন প্রাক্-নিবন্ধন/নিবন্ধন পদ্ধতি সম্পর্কে হজযাত্রীর সচেতনতা বৃদ্ধি ও করণীয় জানাতে নির্ধারিত সময়ে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া ও ওয়েবসাইটে প্রচার এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।
৫.১.১৮	বছরব্যাপী অনলাইন প্রাক্-নিবন্ধন কার্যক্রম চলমান থাকায় বিশেষ হেল্পলাইন চালু এবং সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে হজ এজেন্সির আইটি সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান।
৫.১.১৯	ভিসার জন্য পাসপোর্ট গ্রহণ, ডিও প্রদান, ভিসাসহ পাসপোর্ট বিতরণ ব্যবস্থাপনার জন্য সুনির্দিষ্ট দায়িত্বসহ প্রয়োজনীয় কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ ও সংশ্লিষ্টদের অবহিতকরণ।
৫.১.২০	হজ ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণকারী এজেন্সিসমূহের Performance মূল্যায়ন করে এজেন্সিসমূহকে প্রণোদনা প্রদান করা হবে। মূল্যায়নের নিয়ামক (Criteria) নির্ধারণ ও মূল্যায়ন কমিটি গঠন করে Performance মূল্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৫.২	**হজ অফিস, ঢাকার করণীয়**
৫.২.১	হজক্যাম্প তত্ত্বাবধান, হজ মৌসুমে ক্যাম্প প্রস্তুতকরণ এবং ক্যাম্পে অবস্থানরত হজযাত্রীদের সার্বিক তত্ত্বাবধান।
৫.২.২	সৌদি আরব যাত্রার প্রাক্কালে হজক্যাম্পে হজযাত্রীদের আবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ ও হজক্যাম্পে প্রয়োজনীয় অন্যান্য সেবা প্রদান।
৫.২.৩	সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের কব্জিবেল্ট, হজবিষয়ক নির্দেশিকা ও অন্যান্য সামগ্রী মন্ত্রণালয় থেকে সংগ্রহ ও বিতরণ। বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের হজবিষয়ক নির্দেশিকা, চুক্তিপত্র, বিভিন্ন ফর্ম, পরিচয়পত্রসহ হজ প্যাকেজে উল্লিখিত অন্যান্য সামগ্রী মন্ত্রণালয় থেকে সংগ্রহ ও বিতরণ।
৫.২.৪	হজযাত্রীর এমআরপি (MRP) পাসপোর্ট ও ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত নিবন্ধন সনদ গ্রহণ।
৫.২.৫	ভিসা সংগ্রহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
৫.২.৬	হজযাত্রীর স্বাস্থ্যসনদ সংগ্রহ।
৫.২.৭	হজ অফিস, ঢাকা হজ বিষয়ক প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় আধুনিক সরঞ্জামসহ প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করবে। প্রয়োজনে বেসরকারি এজেন্সির নিজস্ব উদ্যোগে প্রশিক্ষণে সহায়তা প্রদান করবে।

৫.২.৮	হজ সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় ও হজক্যাম্পে সেবাদানকারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধান।
৫.২.৯	সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রীদের জন্য ঘোষিত প্যাকেজ অনুযায়ী সৌদি আরবে বাড়ি/হোটেলের আবাসন সিট বণ্টন এবং আবাসন বরাদ্দ/বণ্টন ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং এস এম এস-এর মাধ্যমে প্রত্যেক হজযাত্রীকে অবহিতকরণ। পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকা হজযাত্রীর অনুকূলে বাসা বরাদ্দ তালিকা প্রতিটি হজ ফ্লাইট শুরুর অন্তত ১ সপ্তাহ পূর্বে বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দা, সৌদি আরবে প্রেরণ করবে এবং এর অনুলিপি প্রত্যেক হজ গাইডকে প্রদান করবে।
৫.২.১০	তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে হজসংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ, সরবরাহ এবং ওয়েবসাইট হালনাগাদের ব্যবস্থা গ্রহণ। নিবন্ধন ভাউচার, চুক্তিপত্র, নির্দেশিকা, নির্বাচিত হজযাত্রীর তালিকা ও ব্যক্তিগত তথ্য, জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, হজ প্যাকেজ, হজ বুলেটিন প্রকাশ ও আপডেটের ব্যবস্থা গ্রহণ ও বিমান সিডিউল সংগ্রহ। এ ছাড়াও হজ এজেন্সির নিকট থেকে প্রাপ্ত হজবিষয়ক তথ্য ওয়েবসাইটে (www.hajj.gov.bd) প্রকাশ। হজ ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত অনলাইনে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব প্রদান।
৫.২.১১	হজযাত্রীদের টিকা প্রদানসহ হজক্যাম্পে চিকিৎসার জন্য স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র (Health Centre) স্থাপন। সৌদি আরবে হজযাত্রীদের করণীয় ও বর্জনীয়, বিমান ভ্রমণ সম্পর্কে আরোহনকালে হজযাত্রীদের কর্তব্য, বিমানের টার্মিনালে আগমন-বহির্গমনকালে ধৈর্য-সহিষ্ণুতাসম্পর্কিত সুস্পষ্ট ধারণা প্রদানের জন্য হজক্যাম্পে সিটিজেন চার্টার স্থাপন, প্রয়োজনে প্রজেক্টরের মাধ্যমে হজযাত্রীদের অবহিতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ।
৫.২.১২	সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের ফ্লাইট সিডিউল নির্ধারণ, টিকেট সংগ্রহ ও বিতরণ এবং এতৎসংক্রান্ত কাজের সমন্বয়।
৫.২.১৩	হজ এজেন্সি ও হজযাত্রীদের মধ্যে উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে পদক্ষেপ গ্রহণ।
৫.২.১৪	হজ অফিসে হজযাত্রীদের সেবার নিমিত্ত স্কাউটসহ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্যদের নিয়োজিতকরণ।
৫.২.১৫	হজযাত্রীদের কাস্টমস, ইমিগ্রেশন, চেক-ইন, বিমানবন্দরে হজযাত্রীদের পৌঁছানো ইত্যাদি কার্যক্রম হজ অফিস হতে সম্পাদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করা।
৫.২.১৬	ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে ফ্লাইটওয়ারি হজযাত্রী গমন ও প্রত্যাগমনের নিশ্চিত সংখ্যা অবহিত হয়ে উক্ত তথ্য বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দা সৌদি আরবে দৈনিক ভিত্তিতে প্রেরণ।
৫.২.১৭	হজ ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত সরকার কর্তৃক অর্পিত যে কোনো দায়িত্ব পালন।
৫.২.১৮	সরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রতি ৪৪ (চুয়াল্লিশ) জন হজযাত্রীর জন্য নিয়োজিত একজন হজগাইডের ভিসা/টিকেট এবং আবাসন বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তা নির্ধারণের জন্য নির্বাচিত হজগাইডের বিপরীতে হজযাত্রীর তালিকা অনুমোদন এবং স্ব স্ব দলের সঙ্গে হজগাইডের অবস্থান নিশ্চিতকরণ।
৫.২.১৯	মক্কা/মদিনা থেকে নিয়োগকৃত হজকর্মীদের নাম/ঠিকানা ও দায়িত্ব বণ্টন আদেশ সংগ্রহ করে তা আইটি ফার্মের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট হজগাইডদের প্রদান। হজগাইডদের দায়িত্ব বণ্টন আদেশ মক্কা/মদিনা মিশনে জানানো যাতে হজকর্মীগণের সঙ্গে গাইডদের কাজের সমন্বয় থাকে।
৫.২.২০	হজ ফ্লাইট উদ্বোধন অনুষ্ঠান আয়োজন এবং প্রথম ফ্লাইটের হজযাত্রীদের বিমান বন্দরে বিদায় জানানো ও সৌদি আরব থেকে ফিরতি ফ্লাইটের হজযাত্রীদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপন।
৫.২.২১	ফ্লাইট যাত্রার ৭২ ঘণ্টা পূর্বে সংশ্লিষ্ট ফ্লাইটের হজযাত্রীদের তথ্য হজ অফিস জেদ্দা এবং সৌদি ই-হজ ব্যবস্থাপনাকে অবহিতকরণ।
৫.২.২২	সৌদি আরবে মৃত হজযাত্রীদের তথ্য সংরক্ষণ এবং তাদের পাসপোর্ট ও মৃত্যুসনদ প্রকৃত ওয়ারিশদের হস্তান্তর।
৫.২.২৩	হজ চলাকালীন সার্বক্ষণিক হেল্প ডেস্ক স্থাপন ও পরিচালনা
৬	**হজ ব্যবস্থাপনা : সৌদি আরব পর্ব**
৬.১	বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেদ্দা এবং বাংলাদেশ হজ অফিস, মক্কা, মদিনা ও জেদ্দার করণীয় : ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা ও পরামর্শ অনুযায়ী সৌদি আরবস্থ বাংলাদেশের মান্যবর রাষ্ট্রদূত/জেদ্দাস্থ কনসাল জেনারেলের সঙ্গে পরামর্শক্রমে সৌদি আরবে হজ ব্যবস্থাপনার যাবতীয় দায়িত্ব কাউন্সেলর (হজ), বাংলাদেশ হজ অফিস, সৌদি আরব সম্পন্ন করবেন। কাউন্সেলর (হজ) এর দায়িত্ব নিম্নরূপ হবে :
৬.১.১	জেদ্দা কিং আবদুল আজিজ আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর এবং মদিনা প্রিন্স মোহাম্মদ বিন আবদুল আজিজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হজযাত্রীদের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা গ্রহণ।
৬.১.২	রাজকীয় সৌদি হজ ও ওমরা মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ এবং চুক্তি সম্পাদন কাজে প্রতিনিধি দলকে সহায়তা প্রদান।
৬.১.৩	জেদ্দা-মক্কা-মিনা-আরাফা-মুজদালিফা-মদিনায় সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রীদের বিধি মোতাবেক প্রাপ্য সুবিধার ভিত্তিতে অবস্থান ও যাতায়াতের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্যাকেজ মোতাবেক হজযাত্রীদের প্রাপ্য সুবিধাদির বিষয়ে তদারকি করা।
৬.১.৪	হজ প্রশাসনিক দল, চিকিৎসক দল, কারিগরি বা অন্যান্য দলের প্রয়োজনীয়সংখ্যক সদস্য নির্ধারণ এবং চাহিদাপত্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রী, সকল হজযাত্রীর ১% এবং বিভিন্ন টিমের সদস্যদের জন্য সৌদি আরবে বাড়ি/হোটেল ভাড়ার জন্য দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ।
৬.১.৫	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুসারে হজ মৌসুমে মক্কা ও মদিনা হজ অফিসে এবং মিনা ও আরাফাতে প্রশাসনিক তাঁবুতে অবস্থানকারী ও প্রশাসনিক সুবিধা গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গের তালিকা প্রণয়ন ও চূড়ান্তকরণ এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ।
৬.১.৬	হজ চিকিৎসক ও প্রশাসনিক দলের সার্বিক সমন্বয় ও তত্ত্বাবধান এবং প্রয়োজনীয়সংখ্যক চিকিৎসা ও তথ্যকেন্দ্র স্থাপন।

৬.১.৭	সৌদি আরবে হজযাত্রীদের চিকিৎসাসহ সার্বিক সেবা ও নিরাপত্তা প্রদান নিশ্চিতকরণ।
৬.১.৮	সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রীদের নিরাপদ অবস্থান ও চলাচল এবং সকল হজযাত্রীর নিরাপদ প্রত্যাবর্তন তদারকিকরণ।
৬.১.৯	হজ প্রতিনিধি দল ও হজ প্রশাসনিক দলের প্রধানের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনের নিরিখে জেদ্দা, মক্কা ও মদিনায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বণ্টনকৃত বিভিন্ন দলের সদস্যদের দায়িত্ব পুনঃবণ্টন।
৬.১.১০	হজ এজেন্সিসমূহের বাড়ি ভাড়ার বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান। হজ এজেন্সির বাড়ি ভাড়া ছাড়পত্রের অনুমোদন হজ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমে (HMIS) প্রদান করবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যে সব এজেন্সি বাড়ি ভাড়ার ছাড়পত্রের আবেদন করেনি তাদের তালিকা ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও হজ অফিস, ঢাকাতে প্রেরণ করা।
৬.১.১১	মৃত্যুবরণকারী হজযাত্রী/হাজীর সকল মালামাল প্রেরণ, মৃত্যুসনদ গ্রহণ ও প্রেরণসহ আনুষঙ্গিক দায়িত্ব পালন।
৬.১.১২	হজ শেষে সামগ্রিক হজ ব্যবস্থাপনাসহ প্রশাসনিক দল ও চিকিৎসক দলের ব্যক্তির পারফরমেন্স বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন (গোপনীয়) প্রতিবেদন প্রেরণ করবে।
৬.১.১৩	মোয়াল্লেমগণের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের মাধ্যমে হজযাত্রীদের হালনাগাদ তথ্য প্রাপ্তির ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ডেটাবেজ আপডেটের ব্যবস্থা গ্রহণ। মোয়াচ্ছাসা হতে মিনা ও আরাফাতের ম্যাপের সফট্‌কপি সংগ্রহ করে তা বাংলায় রূপান্তরে সহযোগিতা করা।
৬.১.১৪	হজযাত্রীদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় তদন্তের ব্যবস্থা গ্রহণ। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ।
৬.১.১৫	হজযাত্রী/হাজীদের আপৎকালীন জরুরি প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা গ্রহণ।
৬.১.১৬	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক হজ চিকিৎসক দলের জন্য জারিকৃত অফিস আদেশ মোতাবেক তাঁদের সৌদি আরব অবস্থানকালে কাউন্সেলর (হজ) প্রয়োজনের নিরিখে মন্ত্রণালয় হতে প্রেরিত প্রশাসনিক দলের দলনেতার সঙ্গে পরামর্শক্রমে দায়িত্ব পুনঃবণ্টন ।
৬.১.১৭	হজ এজেন্সি, হজযাত্রী/হাজি এবং এতৎসংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে সমন্বয়পূর্বক উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে ব্যবস্থা গ্রহণ।
৬.১.১৮	সরকারি-বেসরকারি নির্বিশেষে সকল বাংলাদেশী হজযাত্রী যাতে মিনা-আরাফা-মুজদালিফা-আল মাশায়ারে একটি গুচ্ছে (Cluster) অবস্থান করতে পারেন সে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ। যথাসময়ে মোয়াল্লেমের একটি তালিকা ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ যাতে উক্ত তালিকা অনুযায়ী হজ এজেন্সিসমূহ মোয়াল্লেম নির্বাচন করতে পারে। হজযাত্রী সংখ্যা অনুপাতে মোয়াল্লেমের সংখ্যা ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় নির্ধারণ করবে।
৬.১.১৯	হজ ব্যবস্থাপনার জন্য সম্পূর্ণ প্রশাসনিক ও আর্থিকভাবে ক্ষমতাবান হিসাবে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন। হজ ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত যাবতীয় সরঞ্জাম ও যানবাহন ক্রয় ও ব্যবস্থাপনা, স্থাপনা ভাড়া ও ব্যবস্থাপনা, জনবল ব্যবস্থাপনা এবং এগুলোরে সংরক্ষক (Custodian) হিসাবে দায়িত্ব পালন।
৬.১.২০	সৌদি আরবে হজ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে প্রয়োজনীয় অন্যান্য দায়িত্ব পালন।
৬.১.২১	সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত এতৎসংক্রান্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।
৬.১.২২	সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীর জন্য মক্কা ও মদিনায় ভাড়াকৃত বাড়ির Measurement Sheet ও বাড়ি ভাড়াসম্পর্কিত ই-হজের চুক্তিপত্র রমজান মাসের পূর্বে তারিখের মধ্যে পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকায় প্রেরণ।
৬.১.২৩	সৌদি ই-হজ সিস্টেমে হজ অফিস, ঢাকা বা সকল হজ এজেন্সির কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করতে, সৌদি ই-হজ সিস্টেমের সঙ্গে যাবতীয় সমন্বয় সাধন এবং এ ব্যাপারে পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকা বা সকল হজ এজেন্সিকে সহায়তা প্রদান।
৬.১.২৪	ফিরতি হজ ফ্লাইট শুরুর পূর্বে ই-হজ সিস্টেম বা সৌদি অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সিস্টেমে ফ্লাইটসংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদের বিষয়টি নিশ্চিতকরণ।
৬.১.২৫	সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের মক্কা-মদিনা-জেদ্দা যাতায়ত (মুভমেন্ট) পরিকল্পনা প্রস্তুত করে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিতকরণ এবং তার আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
৬.২	**হজ এজেন্সির বাড়ি পরিদর্শন**
৬.২.১	বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের জন্য সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে মক্কা ও মদিনায় বাংলাদেশ সরকার ও হাব কর্তৃক নির্ধারিত এলাকাসমূহে গুচ্ছ **(Cluster)** ভিত্তিক বাড়ি/হোটেল ভাড়া নিশ্চিতকরণে হজ এজেন্সিসমূহকে সহায়তা প্রদান।
৬.২.২	হজ এজেন্সি কর্তৃক যথাসময়ে এবং যথাযথ মানসম্পন্ন বাড়ি ভাড়া নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সৌদি আরবে রিয়াদস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস, জেদ্দাস্থ কনস্যুলেট জেনারেল অফিস ও হজ অফিস, জেদ্দার সমন্বয়ে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ভাড়াকৃত বাড়ি দৈবচয়ন (Random Sampling) এর ভিত্তিতে পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বাড়ি পরিদর্শনে হাব প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে।
৬.৩	**হজকর্মী নিয়োগ**
৬.৩.১	সৌদি আরবে সরকারি ও বেসরকারি উভয় ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয়সংখ্যক হজকর্মী নিয়োগ করা হবে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটির সুপারিশে বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দা, মৌসুমি হজকর্মী নিয়োগ করবে। বিশেষ প্রয়োজনে উপযুক্ত সময় হজ প্রস্তুতিমূলক এবং সমাপনী কাজের জন্য বাংলাদেশ কনস্যুলেট-এর সহায়তা নেবে। হজকর্মীদের মধ্যে সাধারণ হজকর্মী ছাড়াও মক্কা এবং মদিনায় বিভিন্ন দপ্তরে যোগাযোগের জন্য আরবি ভাষায় দক্ষ প্রয়োজনীয়সংখ্যক সমন্বয়কারী, সাধারণ অনুবাদক, কম্পিউটার অপারেটর, ড্রাইভার ও ক্লিনার অন্তর্ভুক্ত থাকবে। হজকর্মী নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রার্থীর আরবি ভাষায় দক্ষতা, চরিত্র, পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং মক্কা, মিনা, আরাফা, মুজদালিফা, মদিনা ও জেদ্দার রাস্তাঘাটের সঙ্গে পরিচয় ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করা হবে। প্রতিবছর ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রস্তুতিমূলক, মৌসুমি ও সমাপনীমূলক হজকর্মীদের সংখ্যা, মেয়াদ, পারিশ্রমিক ইত্যাদি সংক্রান্ত নির্দেশনা জারি করবে। নিয়োজিত হজকর্মীদের

	স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ বিষয়ে রাজকীয় সৌদি সরকারের নিয়মনীতি অনুসরণ করতে হবে এবং সার্বিক পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।
৬.৩.২	সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সি বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতি ১০০ জন হজযাত্রী বা তার অংশবিশেষের বিপরীতে বাংলাদেশ অথবা সৌদি আরব হতে ১ জন হজকর্মী নিয়োগ ও তাদের পারিশ্রমিক প্রদান করবে। হজ অফিস/সৌদি আরব প্রয়োজনে এক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান করবে। হজযাত্রী সৌদি আরব গমনের পূর্বেই হজ এজেন্সি নিয়োগপ্রাপ্ত হজকর্মীর পূর্ণ পরিচিতি ও ফোন নম্বরসহ যোগাযোগের ঠিকানা লিখিতভাবে ঢাকাস্থ হজ অফিস ও সৌদি আরবস্থ হজ অফিসগুলোকে জানাবে।
৬.৩.৩	বাংলাদেশ হজ অফিস, মক্কা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সার্বক্ষণিক সমন্বয় রক্ষা করবে এবং করণীয় বিষয়ে সরাসরি যোগাযোগ করত পরামর্শ/নির্দেশনা গ্রহণ করবে।
৬.৩.৪	জেদ্দা হজ টার্মিনালে আরবি জানা অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত হজকর্মী নিয়োগ করতে হবে।
৬.৩.৫	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সৌদি আরবে রিয়াদস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস, জেদ্দাস্থ কনস্যুলেট জেনারেল অফিস ও হজ অফিস, জেদ্দার সহায়তায় মিনা-আরফা-মুজদালেফায় কোনো স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিককে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করতে পারবে। এ ধরনের কোনো অবৈতনিক স্বেচ্ছাশ্রমে কর্মী নিয়োগপ্রাপ্ত হলে তাদের জন্য শুধু আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে। সৌদি আরবে রিয়াদস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস, জেদ্দাস্থ কনস্যুলেট জেনারেলের সহায়তায় হজ অফিস, জেদ্দা স্বেচ্ছাশ্রমে কর্মী নিয়োগের কার্যপরিধি নির্ধারণ করবে।
৭	**বেসরকারি ব্যবস্থাপনা**
৭.১	বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিবছর হজ প্যাকেজ ঘোষণার পরপরই হজ এজেন্সিসমূহ পৃথক পৃথকভাবে নিজ নিজ হজ প্যাকেজ ঘোষণা করবে। ঘোষিত প্যাকেজে আবশ্যিকভাবে বিভিন্ন খাতের অর্থের বিভাজন এবং হজযাত্রীদের প্রদেয় সেবার বিবরণ উল্লেখ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট এজেন্সি হজ প্যাকেজ, হজযাত্রীর তালিকা ও তাঁদের ব্যক্তিগত তথ্যাদি, হজযাত্রীদের ফ্লাইট সিডিউল, সরকার ও হজ এজেন্সি এবং হজ এজেন্সি ও হজযাত্রীর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্র, মক্কা ও মদিনায় হজযাত্রীদের জন্য ভাড়াকৃত বাড়ির/আবাসনের ঠিকানা, বাংলাদেশের ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরসহ প্রয়োজনীয় সকল তথ্য নিজ নিজ ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে এবং প্রকাশিত তথ্যের সফট্‌কপি পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকায় সরবরাহ করবে। হজ প্যাকেজে উল্লিখিত সেবা, সেবামূল্য, সুবিধা ইত্যাদি সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য সংবলিত প্রচারপত্র/লিফলেট প্রকাশ করবে। পাশাপাশি এর একটি কপি স্বাক্ষরসহ মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবে। হজ এজেন্সিসমূহ সর্বোচ্চ দুটি প্যাকেজ ঘোষণা করতে পারবে। তবে হজ প্যাকেজের সর্বনিম্ন খরচ কোনো অবস্থাতেই সরকার কর্তৃক ঘোষিত সর্বনিম্ন প্যাকেজ মূল্যের কম হবে না। হজযাত্রী যে এজেন্সির মাধ্যমে হজে যাবেন সে এজেন্সির স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ব্যবস্থাপনা অংশীদার/ক্ষমতাপ্রাপ্ত অংশীদার/পরিচালক নিজ স্বাক্ষরে রসিদমূলে হজযাত্রীর নিকট হতে অর্থ গ্রহণ করবেন অথবা প্যাকেজ অনুযায়ী প্রদেয় অর্থসংশ্লিষ্ট হজযাত্রী হজ এজেন্সির নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে নিবন্ধন ভাউচারের মাধ্যমে জমা করবেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিবন্ধিত হজযাত্রীর টাকা জমাদানসংক্রান্ত ব্যাংক সনদ/স্থিতির হিসাব ও হজযাত্রীদের তালিকা পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকায় জমাদান নিশ্চিত করতে হবে। বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রীদের সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট এজেন্সির উপর বর্তাবে। রাজকীয় সৌদি সরকারের সর্বশেষ নির্দেশনা মোতাবেক প্রত্যেক হজ এজেন্সি রাজকীয় সৌদি সরকারের সঙ্গে সম্পাদিত দ্বি-পাক্ষিক চুক্তিতে উল্লিখিত ও নির্ধারিতসংখ্যক হজযাত্রী সৌদি আরবে প্রেরণ করতে পারবে এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সর্বোচ্চ ৩০০ জন হজযাত্রীকে হজ এজেন্সি হজে পাঠাতে পারবে। তবে সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ হজযাত্রীর সংখ্যা যথাক্রমে রাজকীয় সৌদি সরকার এবং বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক সময়ে সময়ে পরিবর্তন হতে পারে। ব্যাংকে গচ্ছিত টাকার মধ্যে হজ প্যাকেজে ঘোষিত বিমান ভাড়া কেবল বিমান টিকেট ক্রয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হতে পে-অর্ডারের মাধ্যমে প্রেরণ করা যাবে। হজযাত্রীদের জন্য সৌদি আরবে বাড়ি ভাড়া, সার্ভিস চার্জ এবং ক্যাটারিং (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) বাবদ অর্থ সংশ্লিষ্ট খাতে IBAN এ প্রেরণ করতে হবে। হজ এজেন্সি টিকিট, বাড়ি ভাড়া, সার্ভিস চার্জ এবং ক্যাটারিং (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) বাবদ জমাকৃত অর্থ অন্য কোনো কাজে ব্যয় করতে পারবে না। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে এজেন্সিসমূহকে বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীগণের পাসপোর্টসহ ভিসার আবেদন পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকায় জমা প্রদান করতে হবে।
৭.২	হজ এজেন্সি ঘোষিত হজ প্যাকেজ অনুযায়ী যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা ও দায়িত্ব পালন করবে।
৭.৩	হজ এজেন্সি বেসরকারি হজযাত্রীর নিবন্ধন ভাউচার পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকায় জমা করবে। সৌদি আরব এবং বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী ভিসা প্রাপ্তির লক্ষ্যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বেসরকারি হজযাত্রীগণের পাসপোর্টসহ ভিসার আবেদন জমা প্রদান করবে।
৭.৪	প্রত্যেক হজ এজেন্সি ৩.১.৪ অনুযায়ী হজযাত্রী নির্বাচনপূর্বক জামানতের টাকা ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বহনকৃত খরচের (জম জম পানি, ১% হারে অতিরিক্ত বাড়ি ভাড়া, স্থানীয় সার্ভিস চার্জ, হজযাত্রী কল্যাণ ফান্ড, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য) সঙ্গে সমন্বয় করবে। হজযাত্রী কর্তৃক জমাকৃত অর্থ সৌদি আরবে প্রদেয় বিভিন্ন সার্ভিস চার্জ ও পরিবহন ফি/ব্যাংক গ্যারান্টি সৌদি আরবে প্রেরণের পরে কোনো অবস্থাতেই ফেরৎযোগ্য হবে না। তবে রাজকীয় সৌদি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ফেরত পাওয়া গেলে তা সংশ্লিষ্ট এজেন্সিকে ফেরত প্রদান করা হবে।
৭.৫	হজ এজেন্সিসমূহ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বেসরকারি ব্যবস্থাপনাধীন হজযাত্রীর পূরণকৃত অনলাইন ফরম ও চুক্তিপত্র সংগ্রহ করবে। ব্যাংক গ্যারান্টি, আপৎকালীন ফান্ড, সার্ভিস চার্জ ইত্যাদিসহ অন্যান্য ফি এর অর্থ জমাদানের রসিদ এবং হজযাত্রীর পূর্ণ নাম-ঠিকানাসংবলিত তালিকা ও সকল চুক্তিপত্রের কপি পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকায় জমা দিবে।

	নিবন্ধিত হজযাত্রীর তালিকার একটি কপি সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্স বরাবর দাখিল করবে।
৭.৬	হজ এজেন্সি সৌদি সরকারের নিয়ম অনুযায়ী মোয়াল্লেমের মাধ্যমে হজযাত্রীদের মক্কা, মদিনা, মিনা ও আরাফায় আবাসন ও যাতায়াতের ব্যবস্থা করবে। বাংলাদেশ ত্যাগ ও প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত হজযাত্রী/হাজীদের সঙ্গে এজেন্সির পক্ষে প্রয়োজনীয়সংখ্যক প্রতিনিধি নিয়োগের ব্যবস্থা করবে। অনিবার্য কারণে কোনো হজ এজেন্সির সকল হজযাত্রী সৌদি আরব ত্যাগের পূর্বে উক্ত এজেন্সির মালিক/প্রতিনিধির সৌদি আরব ত্যাগের প্রয়োজন দেখা দিলে সৌদি আরবস্থ হজ অফিসের জ্ঞাতসারে ও সম্মতিক্রমে তা করবে।
৭.৭	মক্কা ও মদিনায় নির্বিঘ্নে গমনাগমন এবং প্রদেয় অন্যান্য সেবা প্রদান নিশ্চিত করার স্বার্থে মোয়াচ্ছাসা এবং আদিল্লা (মক্তব বাংলাদেশ) কার্যালয়ের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের জন্য সংশ্লিষ্ট এজেন্সি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
৭.৮	হজ এজেন্সিসমূহ হজযাত্রীদের হজের আহকাম-আরকান, সৌদি আইন-কানুন, ভ্রমণের নিয়ম-কানুন, নাগরিক জ্ঞান **(Civic Sense),** লাগেজ রুলস্ ইত্যাদি বিষয়ে নিজ নিজ উদ্যোগে বা ঢাকা হজ অফিসের সহযোগিতায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে।
৭.৯	হজ মৌসুমে সৌদি আরবে হজ এজেন্সির নিয়োগপ্রাপ্ত প্রতিনিধিকে যাতে সহজে চেনা যায় সে বিষয়ে হজ এজেন্সিসমূহ সরকার নির্ধারিত বিশেষ ধরণের ইউনিফর্ম/পোশাক/চিহ্ন পরিধান/ব্যবহারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। প্রয়োজনে হজযাত্রীদের ক্ষেত্রেও এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।
৭.১০	এজেন্সির বাড়ি ভাড়ার চুক্তির মেয়াদ এবং তার অধীন হজযাত্রীদের ফ্লাইট সিডিউলের তারিখ পরস্পর সংগতিপূর্ণভাবে নির্ধারণের বিষয়ে হজ এজেন্সিসমূহ এয়ারলাইন্সের সঙ্গে সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
৭.১১	সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক প্রত্যেক হজ এজেন্সি নির্ধারিত মোয়াল্লেমের সাথে চুক্তি সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
৭.১২	প্রতিহজ মৌসুমে প্রত্যেক হজ এজেন্সি হজ প্রস্তুতি সম্পন্ন করার পর একটি প্রস্তুতি প্রতিবেদন এবং হজ শেষে হজযাত্রী গমন ও প্রত্যাগমনসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর একটি সমাপনী প্রতিবেদন ঢাকা হজ অফিস ও জেদ্দা হজ অফিসে দাখিল করবে।
৭.১৩	সরকারি হজযাত্রীদের ন্যায় বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীগণ সৌদি আরব যাত্রার প্রাক্কালে ঢাকাস্থ হজক্যাম্পে অবস্থান করতে পারবেন।
৭.১৪	হজ এজেন্সিসমূহ হজযাত্রী প্রেরণ ও প্রত্যাবর্তনের নিমিত্ত ফ্লাইট সিডিউল প্রণয়ন, আসন সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা প্রতিপালন করবে।
৭.১৫	হজ এজেন্সিসমূহ হজযাত্রীদের জেদ্দা/মদিনা বিমান বন্দর হতে গ্রহণপূর্বক মক্কা/মদিনায় হাজীদের/হজযাত্রীদের জন্য ভাড়াকৃত বাড়ি/হোটেলে পৌঁছানো নিশ্চিত করবে। হজযাত্রীদেরকে মক্কা/মদিনায় তাসনিফ/তাসরিয়াযুক্ত এক/একাধিক বাড়ি/হোটেলে রাখা যাবে। তবে বিমান বন্দর থেকে সহজে হোটেলে প্রেরণের সুবিধার্থে পাসপোর্টের পিছনে বাড়ির ঠিকানাসংবলিত স্টিকার এবং বিভিন্ন বাড়ির হজযাত্রী সহজে শনাক্ত করার জন্য লাল/সবুজ/হলুদ/নীল/গোলাপি রঙের কাগজ লাগাতে হবে।
৭.১৬	হজ এজেন্সিসমূহ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/হজ অফিস কর্তৃক নির্দেশিত/চাহিত যে-কোনো নির্দেশনা প্রতিপালন, তথ্য সরবরাহ এবং সহযোগিতা প্রদান করবে।
৭.১৭	হজ এজেন্সিসমূহ বাংলাদেশ সরকার ও রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক হজ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সময়ে সময়ে জারিকৃত নির্দেশনা প্রতিপালন করবে।
৭.১৮	হজ এজেন্সি উক্ত এজেন্সির ব্যবস্থাপনায় কতজন হজযাত্রী কোনো মোয়াল্লেমের অধীনে, কোনো এয়ারলাইন্সে জেদ্দা/মদিনা গমন করবেন এবং হজ শেষে জেদ্দা/মদিনা হতে প্রত্যাবর্তন করবেন তার তথ্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, হজ অফিস, ঢাকা, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে রাজকীয় সৌদি সরকারের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তিতে বর্ণিত সময় অনুযায়ী লিখিতভাবে অবহিত করবেন। হাব বিষয়টি নিশ্চিত করবে।
৭.১৯	ভিসাযুক্ত পাসপোর্ট ও বিমানের টিকিট ছাড়া কোনো হজযাত্রীকে হজ ক্যাম্পে আনা যাবে না। এজেন্সির প্যাডে হজযাত্রীদের তালিকা, পাসপোর্ট ও বিমানের টিকিটসহ এজেন্সির মালিক/ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি হজযাত্রীদের হজ অফিসে নিয়ে আসবেন।
৭.২০	হজ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমে **(HMIS)** হজযাত্রী পরিবহনকারী এয়ারলাইন্স কর্তৃক হজযাত্রীদের ফ্লাইট নিশ্চয়তার জন্য ফ্লাইট নম্বর, তারিখ ও সময় অনলাইনে হালনাগাদ ব্যতিরেকে হজযাত্রীদের ভিসার জন্য হজ অফিস, ঢাকা হতে পাসপোর্ট সৌদি দূতাবাসে প্রেরণ করা হবে না। হজ এজেন্সি হজ ব্যবস্থাপনা সিস্টেমে হজযাত্রীদের ফ্লাইট নিশ্চয়তার হালনাগাদ তথ্য, এয়ারলাইন্স হতে প্রত্যয়নপত্র এবং হাবের প্রত্যয়ন সংগ্রহ করে তা হজ অফিস, ঢাকায় যাচাইয়ের জন্য জমা দিবে।
৭.২১	হজ ব্যবস্থাপনায় গ্রুপলিডার/কাফেলা স্বীকৃত নয়। অতএব কথিত গ্রুপলিডার/কাফেলা লিডারের সঙ্গে এজেন্সির কোনো প্রকার লেনদেনের দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে হজ এজেন্সিকে বহন করতে হবে। হজ এজেন্সি এবং কথিত গ্রুপলিডার/কাফেলা লিডারের সঙ্গে লেনদেনসংক্রান্ত কারণে কোনো হজযাত্রী প্রতারিত হলে, হজে যেতে না পারলে তার সম্পূর্ণ দায় সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সির উপর বর্তাবে এবং এ জন্য হজ এজেন্সিকে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতিতে উল্লিখিত সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদান করা হবে।
৭.২২	মৃত্যু ও গুরুতর অসুস্থতা/দুর্ঘটনার কারণে সৌদি আরবে প্রদেয় বিভিন্ন সার্ভিস চার্জ ও পরিবহণ ফি জমাদানকারী হজযাত্রী পবিত্র হজব্রত পালনের লক্ষ্যে সৌদি আরব গমনে ব্যর্থ হলে কেবল অব্যয়িত অর্থ (বিমান ভাড়া এবং খাওয়া খরচ) ফেরত পাবেন।
৭.২৩	সরকার প্রত্যেক হজযাত্রীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। প্রশিক্ষণের নির্ধারিত স্থানে সংশ্লিষ্ট এজেন্সি তার হজযাত্রীগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে।
৭.২৪	প্রত্যেক হজ এজেন্সিকে সরকারি ব্যবস্থাপনার প্যাকেজের ন্যায় খাতভিত্তিক হজ প্যাকেজ ঘোষণা করতে হবে। ঘোষিত প্যাকেজ এজেন্সির নিজস্ব প্যাডে অগ্রায়ণ পত্রের মাধ্যমে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও পরিচালক, হজ অফিস ঢাকাতে প্রেরণ এবং নিবন্ধন সিস্টেমে প্রদান করতে হবে। প্যাকেজে ঘোষিত বিষয়াদি অর্থাৎ হজযাত্রীকে প্রদেয় সার্ভিসসমূহ চুক্তিপত্রে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ

	করতে হবে। ঘোষিত প্যাকেজ ও চুক্তিপত্রের মধ্যে গড়মিল পরিলক্ষিত হলে এজেন্সির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হবে। নিবন্ধন ভাউচারে হজ প্যাকেজের সুবিধাদি প্রিন্ট করা হবে।
৭.২৫	প্রত্যেক হজ এজেন্সিকে সরকারি ব্যবস্থাপনার প্যাকেজের ন্যায় খাতভিত্তিক হজ প্যাকেজ ঘোষণা করতে হবে। ঘোষিত প্যাকেজ এজেন্সির নিজস্ব প্যাডে অগ্রয়াণ পত্রের মাধ্যমে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও পরিচালক, হজ অফিস ঢাকাতে প্রেরণ এবং নিবন্ধন সিস্টেমে প্রদান করতে হবে। প্যাকেজে ঘোষিত বিষয়াদি অর্থাৎ হজযাত্রীকে প্রদেয় সার্ভিসসমূহ চুক্তিপত্রে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। ঘোষিত প্যাকেজ ও চুক্তিপত্রের মধ্যে গড়মিল পরিলক্ষিত হলে এজেন্সির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হবে। নিবন্ধন ভাউচারে হজ প্যাকেজের সুবিধাদি প্রিন্ট করা হবে।
৭.২৬	প্রত্যেক হজযাত্রীর পাসপোর্টের পিছনে বাড়ির ঠিকানাসংবলিত স্টিকার সংযোজনের নিমিত্ত রাজকীয় সৌদি সরকারের সঙ্গে সম্পাদিত দ্বি-পাক্ষিক চুক্তিতে বর্ণিত সময়ের মধ্যে সকল এজেন্সি সৌদি আরবস্থ ভাড়াকৃত বাড়ির তথ্য, ফ্লাইটের তথ্য এবং মোয়াল্লেমের নাম ও ঠিকানা Online-এ Submit করবে এবং এতৎসংক্রান্ত সৌদি সরকার প্রদত্ত স্টিকারসংশ্লিষ্ট হজযাত্রীর পাসপোর্টের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, হজ অফিস, ঢাকা, মক্কা, মদিনা ও জেদ্দা কর্তৃক সময়ে সময়ে এজেন্সির নিকট চাহিত তথ্যাদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে। হাব এ বিষয়টি নিশ্চিত করবে।
৭.২৭	মন্ত্রণালয় ও হজ অফিসের MIS Report নেওয়ার স্বার্থে হজ এজেন্সি আইটি কর্তৃক সরবরাহকৃত Password-এর মাধ্যমে চাহিত হজযাত্রীর যাবতীয় তথ্যাদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ওয়েবসাইটে (www.hajj.gov.bd) সরবরাহ করবে এবং তাদের তথ্য Online-এ সরাসরি Update করার জন্য আইটি ফার্মকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে। প্রাক্-নিবন্ধন, নিবন্ধন ও HMIS সিস্টেমে প্রদানকৃত তথ্যাদির সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সির বিধায় হজ এজেন্সির মালিক/অংশীদার বা প্রতিনিধি অবশ্যই এ সিস্টেমসমূহের ইউজার ও পাসওয়ার্ড যথাযথভাবে সংরক্ষণ এবং পরিচালনা করবে। User ID ও Passward গোপনীয় তথ্য। এটি কোনো অবস্থাতেই অন্য কাউকে জানানো/হস্তান্তর করা যাবে না অন্যথায় সংশ্লিষ্ট এজেন্সির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
৭.২৮	প্রত্যেক হজ এজেন্সির নিয়োগকৃত হজকর্মী/প্রতিনিধি তাঁদের জন্য মক্কা/মদিনায় ভাড়াকৃত বাড়িতে অবস্থান করবেন।
৮	**বাড়ি ভাড়া :** হজ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সৌদি আরবে হজযাত্রীদের আবাসনের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে বাড়ি বলতে সৌদি সরকার কর্তৃক অনুমোদন প্রাপ্ত (তাসনিফ/তাসরিয়া প্রদত্ত) আবাসিক বাড়ি/হোটেল/বোর্ডিং/মুসাফিরখানা ইত্যাদি বুঝাবে।
৮.১	**সরকারি ব্যবস্থাপনায় বাড়ি ভাড়া**
৮.১.১	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত নিম্নবর্ণিত বাড়ি ভাড়া কমিটি হজযাত্রীদের আবাসনসংক্রান্ত সৌদি আরবের সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান, প্রথা, আইন-কানুন অনুসরণ করে সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের জন্য বাড়ি ভাড়া করবে : ক। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি ২ জন; খ। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রতিনিধি ১ জন; গ। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রতিনিধি ১ জন; ঘ। অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি ১ জন; ঙ। রিয়াদস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রতিনিধি ১ জন; চ। কনস্যুলেট জেনারেল, জেদ্দার প্রতিনিধি ২ জন; ছ। কাউন্সেলর (হজ), হজ অফিস, জেদ্দা; জ। পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকা এবং ঝ। কনসাল (হজ), হজ অফিস, জেদ্দা। ১. বাড়ি ভাড়া কমিটিতে মন্ত্রণালয়, দপ্তরের প্রতিনিধিগণ ন্যূনতম উপসচিব পদমর্যাদার হতে হবে; ২. কমিটি সৌদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিবছর বাড়ি ভাড়ার কার্যক্রম সম্পন্ন করবে; ৩. সরকারি ব্যবস্থাপনায় ঘোষিত এক বা একাধিক হজ প্যাকেজের জন্য সাধারণভাবে প্রত্যেক বাড়িতে ৪-৬ জনের জন্য একটি টয়লেট, গোসল ও ওজুর জন্য পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা, কক্ষসমূহে এসি, সার্বক্ষণিক টেলিফোন, ফ্রিজ অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকবে; ৪. বাড়ি ভাড়ার ক্ষেত্রে তাসরিয়াযুক্ত যথাসম্ভব বৃহৎ আকারের বাড়ি এবং মদিনায় সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ বৃহৎ কোম্পানির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার বিষয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে; এবং ৫. পরবর্তী বছরের সম্ভাব্য সরকারি ব্যবস্থাপনার ৫০% হজযাত্রীর জন্য হজ প্রশাসনিক দলের সুপারিশের ভিত্তিতে কাউন্সেলর (হজ), হজ শেষ হওয়ার পর পর সে বছর ভাড়াকৃত কোনো বাড়ির সঙ্গে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনসাপেক্ষে পরবর্তী বছরের হজের জন্য চুক্তি করতে পারবেন।
৮.১.২	সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীর জন্য ভাড়াকৃত সকল বাড়ির Measurement Sheet রমজান মাসের পূর্বে কাউন্সেলর (হজ), জেদ্দা, সৌদি আরব, পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকা বরাবর প্রেরণ করবে।
৮.২	**বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় বাড়ি ভাড়া**
৮.২.১	রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের জন্য হজ এজেন্সির স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ব্যবস্থাপনা অংশীদার/ক্ষমতাপ্রাপ্ত অংশীদার/পরিচালক/ক্ষমতাপ্রাপ্ত উপযুক্ত প্রতিনিধি সৌদি আরবের সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান, প্রথা, আইন-কানুন অনুসরণপূর্বক সৌদি আরবে প্রদেয় বিভিন্ন সার্ভিস চার্জ ও পরিবহণ ফি

	জমাদানকারী হজযাত্রীর সংখ্যা অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার ও হাব কর্তৃক মক্কা ও মদিনায় নির্ধারিত এলাকাসমূহে গুচ্ছভিত্তিক বাড়ি ভাড়া কার্যক্রম সম্পন্ন করবে। ভাড়াকৃত বাড়ির প্রদেয় সুবিধা ও মান সরকারি ব্যবস্থাপনায় ভাড়াকৃত বাড়ির মান ও প্রদেয় সুবিধার চেয়ে নিম্নতর হবে না। মক্কা ও মদিনায় ভাড়াকৃত বাড়ির Measurement Sheet ও বাড়ি ভাড়াসম্পর্কিত ই-হজের চুক্তিপত্র রমজান মাসের ৭ তারিখের মধ্যে পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকায় প্রেরণ করবে।
৮.২.২	সৌদি সরকারের নির্দেশনা মোতবেক হজযাত্রীর সংখ্যানুযায়ী ১% অতিরিক্ত বাড়ি ভাড়ার অর্থ সরকার নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে জমা নিশ্চিত করতে হবে। জমাকৃত উক্ত অর্থ দ্বারা হাব এর পরামর্শক্রমে সরকার সৌদি আরবের মক্কা ও মদিনায় হজযাত্রীর সংখ্যানুযায়ী অতিরিক্ত বাড়ি ভাড়া নিশ্চিত করবে।
৮.২.৩	হজ অফিস, ঢাকা সংশ্লিষ্ট এজেন্সি কর্তৃক সৌদি আরবে প্রদেয় বিভিন্ন সার্ভিস চার্জ ও পরিবহণ ফিসহ অন্যান্য ফি জমাদানের প্রমাণপত্র এবং উক্ত এজেন্সির মাধ্যমে গমনেচ্ছু হজযাত্রীদের আবেদনপত্র যাচাই করে প্রতিটি এজেন্সির হজযাত্রীর সংখ্যা প্রত্যয়ন করবে। এই প্রত্যয়ন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদির উপর ভিত্তি করে মক্কাস্থ বাংলাদেশ হজ অফিস এজেন্সির অনুকূলে বাড়ি ভাড়ার অনাপত্তিপত্র প্রদান করবে।
৮.২.৪	হজ এজেন্সি কর্তৃক ভাড়াকৃত বাড়ির তাসরিয়া, ত্রিপক্ষীয় (সৌদি কর্তৃপক্ষ, বাড়ির মালিক/কোম্পানি ও হজ এজেন্সি) ভাড়াচুক্তির অনুমোদিত মূল কপি/অনূদিত কপি এবং উক্ত চুক্তি ওয়েবসাইটে আপলোড করার পর প্রাপ্ত প্রিন্ট-কপির অনুলিপিসহ বাড়ির ঠিকানা বাংলাদেশ হজ অফিস, সৌদি আরবে দাখিল করবে। এসব তথ্য পরীক্ষাসহ ভাড়াকৃত বাড়ি পরিদর্শন/নিশ্চিত হয়ে বাংলাদেশ হজ অফিস, সৌদি আরব ছাড়পত্র প্রদান করবে।
৮.২.৫	বাড়ি ভাড়ার তথ্যসহ বাংলাদেশ হজ অফিস, সৌদি আরবের ছাড়পত্র ঢাকা হজ অফিসে জমা প্রদানের পর পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকা সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সির হজযাত্রীদের জন্য ভিসার ব্যবস্থা করবেন।
৮.২.৬	এজেন্সি কর্তৃক প্রতিটি বাড়িতে এবং মিনার তাঁবুতে বাংলাদেশের পতাকার পাশাপাশি সহজে সনাক্তযোগ্য উপকরণ যথা: প্লাকার্ড/স্টিকার/ব্যানার ইত্যাদি লাগাতে হবে। বাংলাদেশি হজযাত্রী চলাচলের প্রতিটি বাসে বাংলাদেশি পতাকার চিহ্নসংবলিত স্টিকার লাগাতে হবে। এ ছাড়া প্রতিবাড়ির ভিতরে সহজে দৃশ্যমান জায়গায় বাংলাদেশ হজ অফিসের ঠিকানা ও অবস্থান, চিকিৎসক দলের অবস্থান, লাগেজ রুলস্ ও অন্যান্য জরুরি তথ্যাবলিসংবলিত লিফলেট/স্টিকার লাগাতে হবে।
৮.২.৭	ভাড়াকৃত বাড়িসমূহের হারেস বা কেয়ারটেকার যথাসম্ভব বাংলাদেশি হতে হবে।
৮.২.৮	প্রতিটি বাড়িতে সুপেয় এবং নিরাপদ পানির ব্যবস্থাসহ পর্যাপ্ত আনুষঙ্গিক সুবিধাদি প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।
৮.২.৯	হজযাত্রীদের তাসরিয়াযুক্ত ভাড়াকৃত বাড়ি ছাড়া অন্য কোনো বাড়িতে রাখা যাবে না।
৮.২.১০	ভাড়াকৃত বাড়ির ঠিকানা, মোট কক্ষ, মোট ভাড়াকৃত স্পেস, প্রতিকক্ষে কতজন হজযাত্রী থাকবেন এবং প্রতিকক্ষে সিট বিন্যাস করে হজযাত্রীর নামসংবলিত কক্ষ বরাদ্দের তালিকা ঢাকাস্থ হজ অফিসে এবং মক্কা/মদিনা অফিসে জমা দিতে হবে, যাতে এসব তথ্য নির্ধারিত সময়ে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা যায়।
৮.২.১১	মক্কা ও মদিনায় হজ এজেন্সি কর্তৃক হজযাত্রীদের জন্য ভাড়াকৃত বাড়ির তাসরিয়া ও ক্রুকির (সিটপ্ল্যান) বাংলায় অনূদিত কপি ভিসার জন্য ডিও এর আবেদনপত্রের সঙ্গে জমা দিতে হবে এবং মক্কা/মদিনার বাড়ির প্রবেশ পথে টানিয়ে রাখতে হবে।
৮.২.১২	মক্কা ও মদিনায় হজযাত্রীদের জন্য ভাড়াকৃত আবাসনের তথ্য হজযাত্রীরা মক্কা ও মদিনায় যাওয়ার পূর্বেই ওয়েবসাইটে আপডেট করবে।
৮.২.১৩	রমজানের পূর্বে বাড়ি ভাড়া সম্পন্ন করে ফর্ম -৯ পূরণ করে অনুমোদনের জন্য কাউন্সেলর হজ বরাবর তালিকা দাখিল করতে হবে এবং উভয় রুটের প্রতিটি হজ ফ্লাইটের কমপক্ষে ৭২ ঘণ্টা পূর্বে হজযাত্রীদের বাড়িভিত্তিক তালিকা আবশ্যিকভাবে ই-হজ সিস্টেম আপলোড করতে হবে।
৯	সৌদি আরবে হজ ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দল প্রেরণ বাংলাদেশের হজযাত্রীর সৌদি আরবে সেবাদানের নিমিত্ত এবং সৌদি আরব পর্বের হজ ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধানের উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করত সরকার নিম্নরূপ বিভিন্ন দল প্রেরণ করবে।
৯.১	**হজ প্রতিনিধি দল :** সৌদি আরবে সামগ্রিক হজ ব্যবস্থাপনা তত্ত্বাবধান ও রাজকীয় সৌদি সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শুভেচ্ছা ও মতবিনিময় করার উদ্দেশ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশের প্রখ্যাত আলেমসহ সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে কমপক্ষে ৩ (তিন) ও সর্বোচ্চ ১০ (দশ) সদস্যের একটি হজ প্রতিনিধি দল সৌদি আরব প্রেরণ করা হবে।
৯.২	**হজ প্রশাসনিক দল :**
৯.২.১	সৌদি আরবে হজ ব্যবস্থাপনার সার্বিক কার্যক্রম দেখাশুনা, অভিযোগ তদন্ত, সমন্বয় এবং হজযাত্রীর সেবা নিশ্চিত করার জন্য সৌদি আরবে দায়িত্বরত কর্মকর্তাগণকে সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধান করার জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার নেতৃত্বে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ এবং হজ কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধির সমন্বয়ে প্রতি ২৫০০-৩০০০ হজযাত্রীর জন্য একজন অনুপাতে প্রশাসনিক দল প্রেরণ করা হবে।
৯.২.২	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ব্যতীত অন্য কোনো মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি উপসচিবের ঊর্ধ্বে হবে না। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের চাহিদার আলোকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রতিনিধি মনোনয়ন প্রদান করবে। প্রশাসনিক দলে অর্ন্তভুক্তির জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুরোধ ব্যতীত কোনো মন্ত্রণালয়ের প্রেরিত সরাসরি আবেদন গ্রহণ করা যাবে না। হজ প্রশাসনিক দলের সদস্যদের দায়িত্ব এবং

	কর্মকাল ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় নিরূপণ করবে। তাঁরা জেদ্দা, মক্কা, মদিনা, মিনা, আরাফা ও মুজদালিফায় দায়িত্ব পালন করবেন। উক্ত প্রশাসনিক দলের বহিঃসদস্যদের চাকরি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত থাকবে। তাঁরা সৌদি আরবে গমনপূর্বক কাউন্সেলর (হজ), বাংলাদেশ হজ অফিস, সৌদি আরবের নিকট যোগদানপত্র জমা দিবেন এবং বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনকালে ছাড়পত্র সংগ্রহ করত বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের পর স্ব-স্ব কর্মস্থলে যোগদান করবেন। হজ প্রশাসনিক দলের দল নেতা এবং কাউন্সেলর (হজ) প্রশাসনিক দলের সদস্যদের কার্যক্রম সম্পর্কে মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রদান করবেন। মূল্যায়ন প্রতিবেদনে উল্লিখিত কোনো বিরূপ মন্তব্যের ধারাবাহিকতায় সংশ্লিষ্ট সদস্যের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সুপারিশ করবে।
৯.২.৩	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রশাসনিক দলের সদস্যদের বাংলাদেশ ত্যাগের পূর্বেই তাঁদের দায়িত্বস্থল উল্লেখ করে দায়িত্ব বণ্টনের অফিস আদেশ জারি করবে। তাঁদের সৌদি আরব অবস্থানকালে কাউন্সেলর (হজ) প্রয়োজনের নিরিখে মন্ত্রণালয় হতে প্রেরিত প্রশাসনিক দলের দলনেতার সঙ্গে পরামর্শক্রমে দায়িত্ব পুনঃবণ্টন করতে পারবেন। হজ প্রশাসনিক দলের কোনো সদস্য তাঁর দায়িত্ব পালনকালে কোনোভাবেই স্বামী/স্ত্রী/সন্তান/আত্মীয়কে সঙ্গে নিতে ও রাখতে পারবেন না। হজ প্রশাসনিক দলের কাজ সম্পাদনে হাব প্রয়োজনীয় সহায়তা করবে।
৯.২.৪	হজ প্রশাসনিক দলের সদস্যদের দায়িত্ব পালন এবং তাদের প্রাপ্য সুবিধার বিষয় উল্লেখ করে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পৃথক গাইড লাইন জারি করবে।
৯.৩	**সমন্বিত হজ চিকিৎসক দল**
৯.৩.১	হজের সময় সৌদি আরবে বাংলাদেশী হজযাত্রী/হাজীদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য প্রতি ১ (এক) হাজার হজ পালনকারীর জন্য ১ (এক) জন চিকিৎসক অনুপাতের ভিত্তিতে একটি সমন্বিত চিকিৎসক দল প্রেরণ করা হবে। হজ চিকিৎসক দলের গঠন (Composition) ও সদস্যদের নির্বাচন চূড়ান্তকরণের এক্তিয়ার ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের থাকবে।
৯.৩.২	চিকিৎসক, সেবিকা, ফার্মাসিস্ট ও নার্স এবং প্যারামেডিকস্ নির্বাচনের ক্ষেত্রে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ০৪ (চার) জন প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নিয়োগ করতে হবে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি কমিটির সভাপতি হবেন। চিকিৎসক দলের সদস্যদের Job Description এবং বাংলাদেশী হজযাত্রীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে মর্মেও মুচলেকা নিতে হবে।
৯.৩.৩	হজযাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা জেলা পর্যায়ের সরকারি হাসপাতালে অনুষ্ঠিত হবে। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ স্বাস্থ্য পরীক্ষা কেন্দ্র নির্ধারণ করে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
৯.৩.৪	সমন্বিত হজ সহায়ক দল নির্বাচনের ক্ষেত্রে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নিয়োগ করতে হবে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি কমিটির সভাপতি হবেন।
৯.৩.৫	হজ চিকিৎসক দল ও হজ সহায়ক দলের গঠন ও কর্মপরিধি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় নির্ধারণ করবে। দলের তালিকা এবং হজ ভিসার জন্য প্রয়োজনীয় পূর্ণাঙ্গ তথ্য ফর্ম ও পাসপোর্ট, ফ্লাইট শুরুর অন্তত ১ (এক) মাস পূর্বে পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকায় জমা করতে হবে।
৯.৩.৬	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হজ চিকিৎসক দলের সদস্যদের বাংলাদেশ ত্যাগের পূর্বেই তাঁদের দায়িত্ব বণ্টনের অফিস আদেশ জারি করবে। তাঁদের সৌদি আরব অবস্থানকালে কাউন্সেলর (হজ) প্রয়োজনের নিরিখে প্রশাসনিক দলের দলনেতার সঙ্গে পরামর্শক্রমে দায়িত্ব পুনঃবণ্টন করবেন। হজ চিকিৎসক দল ও হজ সহায়ক দলের কোনো সদস্য তাঁর দায়িত্ব পালনকালে কোনোভাবেই স্বামী/স্ত্রী/ সন্তান/আত্মীয়কে সঙ্গে নিতে ও রাখতে পারবেন না।
৯.৩.৭	সমন্বিত হজ চিকিৎসক দল ও সমন্বিত হজ সহায়ক দলের সদস্যদের চাকরি সৌদি আরব অবস্থানকালে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত থাকবে। তাঁরা সৌদি আরবে কাউন্সেলর (হজ) ও মৌসুমি হজ অফিসার মক্কা, মদিনা ও জেদ্দার তত্ত্বাবধানে দায়িত্ব পালন করবেন। তাঁরা সৌদি আরবে গমনপূর্বক কাউন্সেলর (হজ), বাংলাদেশ হজ অফিস, সৌদি আরবের নিকট যোগদানপত্র দাখিল করবেন এবং বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনকালে কাউন্সেলর (হজ)-এর নিকট হতে ছাড়পত্র গ্রহণপূর্বক নিজ নিজ কর্মস্থলে যোগদান করবেন। হজ চিকিৎসক দলের দল নেতা এবং কাউন্সেলর (হজ) চিকিৎসক দলের সদস্যদের কার্যক্রম সম্পর্কে মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রদান করবেন। মূল্যায়ন প্রতিবেদনে উল্লিখিত কোনো বিরূপ মন্তব্যের ধারাবাহিকতায় সংশ্লিষ্ট সদস্যের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সুপারিশ করবে।
৯.৩.৮	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত কোনো চিকিৎসক, নার্স, ফার্মাসিস্ট এবং কর্মচারী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অনুমতি ছাড়া সমন্বিত হজ চিকিৎসক দল ও সমন্বিত হজ সহায়ক দলের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না।
৯.৪	**হজ গাইড নির্বাচন :** সরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রতি ৪৪ জন (আনুমানিক) হজযাত্রীর জন্য একজন দক্ষ হজ গাইড (যিনি কোনোক্রমেই হজ এজেন্সির স্বত্বাধিকারী/অংশীদার/এজেন্ট/মোনাজ্জেম হতে পারবেন না) থাকবে। ইতোপূর্বে হজ করেননি এবং শরিয়াহ মোতাবেক জীবন যাপন করেন না এ ধরনের কোনো ব্যক্তিকে কোনো অবস্থাতেই হজ গাইড নিয়োগ করা যাবে না। হজ গাইডের ৫০% সৌদি আরব থেকে নিয়োগ করা যাবে। হজ গাইড নিয়োগের জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সৌদি আরবের জন্য একটি এবং বাংলাদেশের জন্য একটি 'হজ গাইড নিয়োগ কমিটি' গঠন করবে। বাংলাদেশের জন্য গঠিত কমিটি জেলা প্রশাসকের নিকট থেকে প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ যাচাই করে হজ গাইড নিয়োগ করবে এবং সৌদি আরবের জন্য গঠিত কমিটি পূর্বে হজ করেছেন ও আরবি ভাষায়

	দক্ষ এ ধরনের ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে আবেদনপত্র গ্রহণ করে তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণপূর্বক হজগাইড নিয়োগ করবে। নিয়োগকৃত গাইডগণ কাউন্সেলর (হজ) এর তত্ত্বাবধানে সৌদি আরবে দায়িত্ব পালন করবেন। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, হজগাইড নিয়োগসংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করবে। হজগাইড নির্বাচন হজ ফ্লাইট শুরুর কমপক্ষে ২ (দুই) মাস পূর্বে সম্পন্ন করে তাদের জন্য দুই দিনের আবাসিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৯.৫	**রাষ্ট্রীয় খরচে হজ পালন**
৯.৫.১	জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতিতে যা কিছুই উল্লেখ থাকুক না কেন, মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী অথবা সরকার কর্তৃক মনোনীত একটি নির্দিষ্টসংখ্যক ধর্মপ্রাণ মুসলমানকে সরকার ঘোষিত সর্বনিম্ন প্যাকেজমূল্যে সরকারি অর্থে পবিত্র হজ পালনের উদ্দেশ্যে সৌদি আরব প্রেরণ করা যাবে। এ দলের সদস্যগণ সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রী হিসাবে সরকারের সর্বনিম্ন প্যাকেজমূল্যে উল্লিখিত সেবাসমূহ প্রাপ্য হবেন। তারা দৈনিক ভাতা বা অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন না। সরকারের অনুমোদনসাপেক্ষে এ দলের সদস্যদের সরকারি হজযাত্রী কোটায় তথ্যফর্ম পূরণ করে হজ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমে (HMIS) সরাসরি এন্ট্রি করা হবে। এ দলের তালিকা এবং হজ ভিসার জন্য প্রয়োজনীয় পূর্ণাঙ্গ তথ্যফর্ম ও পাসপোর্ট হজ ফ্লাইট শুরুর অন্তত ২ (দুই) মাস পূর্বে পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকায় প্রেরণ করতে হবে।
৯.৫.২	অনূর্ধ্ব ২০ বছর বয়সের স্কাউট ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হতে যারা হজযাত্রীর সেবা প্রদানের উদ্দেশে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্বাচিত হবেন, তাঁরা অবশ্যই তাঁদের প্রদত্ত সেবাসমূহের বিবরণ বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দায় জমা দিবে। আরবি ভাষায় পারদর্শীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে এবং নির্বাচিতরা মিনার ম্যাপসহ সৌদি আরবের কাজ সম্পর্কে হজ অফিস, ঢাকা হতে ধারণা গ্রহণ করবে।
৯.৬	**মৌসুমি হজ অফিসার নিয়োগ** শুধু হজ মৌসুমের জন্য সরকার কর্তৃক সৃষ্ট পদে বাংলাদেশ হজ অফিস, মক্কা, মদিনা ও জেদ্দায় ৩ (তিন) মাসের জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের মধ্য হতে অথবা ইতোপূর্বে হজ পালন করেছেন এ ধরনের অভিজ্ঞ কর্মকর্তাকে প্রেষণে মৌসুমি হজ অফিসার নিয়োগ করা হবে। তাঁরা কাউন্সেলর (হজ) সৌদি আরবের তত্ত্বাবধানে দায়িত্ব পালন করবেন। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় মৌসুমি হজ অফিসারদের সুনিদ্দিষ্ট দায়িত্ব উল্লেখ করে পরিপত্র জারি করবে।
৯.৭	**কারিগরি দল** বাংলাদেশ হজ অফিস, মক্কা, মদিনা ও জেদ্দায় হজ মৌসুমে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দাপ্তরিক কাজে সহায়তা করার জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এর অধীন দপ্তরে কর্মরত প্রশাসনিক কর্মকর্তা/ব্যক্তিগত কর্মকর্তা/সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর/অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক সমন্বয়ে সর্বোচ্চ ১২ (বার) সদস্যের একটি কারিগরি দল প্রেরণ করা হবে। হজ কারিগরি দলের কোনো সদস্য তাঁর দায়িত্ব পালনকালে কোনোভাবেই স্বামী/স্ত্রী/ সন্তান/আত্মীয়কে সঙ্গে নিতে ও রাখতে পারবেন না।
	তৃতীয় অধ্যায়
১০	**বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা**
১০.১	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় হজযাত্রী এবং হজযাত্রীদের সেবায় নিয়োগকৃত ব্যক্তিদের পরিবহণ এবং এতৎসংক্রান্ত ব্যবস্থাপনার যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবে।
১০.১.১	হজযাত্রী পরিবহণের প্রয়োজনে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলোচনা করে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ও সৌদি এ্যারাবিয়ান এয়ারলাইন্স ছাড়াও ঢাকা/চট্টগ্রাম/সিলেট-জেদ্দা/মদিনা পথে সরাসরি হজযাত্রী পরিবহণে ইচ্ছুক মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক সুনামের অধিকারী প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য এয়ারলাইন্সযোগে হজযাত্রী পরিবহণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। হজযাত্রী পরিবহণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্সসমূহকে তাদের করণীয় সম্পর্কে বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে পরামর্শক্রমে একটি Terms of Reference প্রস্তুত করবে। এয়ারলাইন্সসমূহ উক্ত Terms of Reference মেনে হজযাত্রী পরিবহণ করবে।
১০.১.২	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় হিজরি সনের সফর মাসের ৩০ (ত্রিশ) তারিখের মধ্যে হজযাত্রীর ঢাকা/চট্টগ্রাম/সিলেট-জেদ্দা/মদিনা পথের সরাসরি বিমান ভাড়া নির্ধারণ করে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে। সরকারি ও বেসরকারি উভয় ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীর বিমান ভাড়া একই হবে। প্রস্তাবিত ভাড়াসংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে সরকার কর্তৃক চূড়ান্ত করা হবে।
১০.১.৩	হজযাত্রী পরিবহণসংক্রান্ত বিষয়াদি সমন্বয়ের জন্য বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়/বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড মক্কা ও মদিনায় অফিস স্থাপন করবে।
১০.১.৪	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড হজ মৌসুমে হজযাত্রীর ফ্লাইট সিডিউলসহ এতৎসংক্রান্ত যাবতীয় সমন্বয়মূলক দায়িত্ব পালন করবে। বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয় বেসরকারি হজযাত্রীর অগ্রিম বিমান ভাড়া গ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয় হজযাত্রী পরিবহণসংক্রান্ত একটি গাইডলাইন প্রণয়ন ও সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করবে।
১০.১.৫	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড, সৌদি এ্যারাবিয়ান এয়ারলাইন্স, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ এবং General Authority of Civil Aviation (GACA), সৌদি আরবের সঙ্গে আলোচনাক্রমে সমঝোতার ভিত্তিতে Flight Schedule নির্ধারণ করতে হবে। এ ব্যাপারে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা বাংলাদেশ

	বিমান ও সৌদিয়া এয়ারলাইন্স অবশ্যই অনুসরণ করবে। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড, হজ অফিস, ঢাকা ও সংশ্লিষ্ট এজেন্সিসমূহের প্রতিনিধি ত্রি-পক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমে বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীর ফ্লাইট বরাদ্দ করবে। হজ ব্যবস্থাপনার জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত দল ব্যতীত হজযাত্রীর সৌদি আরব অবস্থানকাল অবশ্যই সর্বোচ্চ ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে সীমিত রাখতে হবে।
১০.১.৬	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স জেদ্দা, মক্কা-আল-মোকাররমা ও মদিনা-আল-মুনাওয়ারাস্থ অফিস যথাসময়ে হজযাত্রীদের ফ্লাইটসংক্রান্ত তথ্যাদি বাংলাদেশ হজ অফিস, মক্কা, মদিনা ও জেদ্দাকে অবহিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং প্রচলিত বিধি অনুযায়ী সৌদি আরবের কম্পিউটার সিস্টেমে তথ্যসমূহ হালনাগাদ রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
১০.১.৭	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ও বাংলাদেশ হজ অফিসের মধ্যে অধিকতর সমন্বয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে হজ মৌসুমে সৌদি আরব পর্বে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের হজযাত্রী পরিবহণসংক্রান্ত কার্যক্রম কনসাল জেনারেল, জেদ্দার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে।
১০.১.৮	যে সকল এয়ারলাইন্স হজযাত্রী পরিবহণ করবে তারা তাদের ফ্লাইট সিডিউল হজ ওয়েবসাইটে (www.hajj.gov.bd) সরাসরি প্রকাশ করবে। এজন্য মন্ত্রণালয়ের আইটি ফার্মের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করবে। এয়ারলাইন্সসমূহ তাদের ফ্লাইটে হজযাত্রীর বুকিং এর Electronic Data (PNL-Passenger Name List) (Pre & Post Hajj) মন্ত্রণালয়ের আইটি ফার্মকে প্রদান করবে। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এ মর্মে সকল এয়ারলাইন্সকে নির্দেশনা প্রদান করবে এবং এয়ারলাইন্সসমূহ প্রদত্ত নির্দেশনা প্রতিপালন করলো কি না তা নিয়মিতভাবে তদারকি করবে।
১০.১.৯	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স সৌদি আরবে জেদ্দা ও মদিনায় বিমান বন্দর কর্তৃপক্ষ ও **GACA**-এর সঙ্গে আলোচনাক্রমে হজ পূর্ব ও হজ উত্তর ফ্লাইট সিডিউলসংক্রান্ত যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সময় সময় জারিকৃত নির্দেশনা এয়ারলাইন্সগুলো বাস্তবায়ন করবে।
১০.২	হজ ফ্লাইটের যাত্রীদের ইমিগ্রেশন, কাস্টমস, চেক-ইন ইত্যাদি কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে হজ মৌসুমে হজ ফ্লাইটে সৌদি আরব গমনের নিমিত্ত সকল হজযাত্রীর ইমিগ্রেশন, কাস্টমস, চেক-ইন ইত্যাদি বিমানে আরোহণ-পূর্ব যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা ও অবকাঠামোগত সুবিধাদি নিশ্চিতকরণে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় যথাসময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের সঙ্গে বিষয়টি সমন্বয় করে হজক্যাম্প হতে বিমানবন্দর পর্যন্ত হজযাত্রী পৌঁছানোর বিষয়ে হজ অফিস, ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।
১০.৩	হজ শেষে হাজীদের দেশে প্রত্যাবর্তনের সময় জেদ্দা/মদিনা হজ টার্মিনালে এয়ারলাইন্সের পক্ষ থেকে যথাযথ পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। জেদ্দা/মদিনা হজ টার্মিনালে ৬ ঘণ্টার বেশি Detained/যাত্রা বিলম্ব হলে সম্মানিত হাজীদের হোটেলে আনা-নেওয়া ও খাবার পরিবেশনের জন্য আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারে সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্স যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বেসামরিক বিমান পরিবহন কর্তৃপক্ষকে হজসংক্রান্ত বিষয়ের উপরে In flight video তৈরি ও তা flight চলাকালে প্রদর্শন করতে হবে। হজযাত্রীর সুবিধার্থে এয়ারলাইন্সসমূহ যাবতীয় নির্দেশিকা বাংলায় প্রকাশ করবে।
১০.৪	হজক্যাম্প, আশকোনা হতে বিমানবন্দর পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্স সম্মানিত হজযাত্রীদের জন্য উন্নতমানের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত বাস সার্ভিস প্রদান করবে এবং হজযাত্রী পরিবহণে সম্মানিত হজযাত্রীদের আরও উন্নততর সেবা প্রদান করার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। হজ শেষে এয়ারলাইন্সসমূহ, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের নিকট প্রতিবছর হজ সেবা কার্যক্রমের উন্নয়নে যে সকল নতুন সেবা প্রচলন বা পরিবর্তন করেছে তার প্রতিবেদন দাখিল করবে।
১০.৫	সম্মানিত হজযাত্রীর ব্যাগ/মালামাল যাতে না হারায় এবং Mishandle হলে দ্রুত খুঁজে বের করার জন্য এয়ারলাইন্সসমূহ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ ছাড়া Luggage Tracking System (LTS) চালু করতে হবে যাতে দ্রুততার সঙ্গে যে-কোনো সময়ে Luggage সংক্রান্ত তথ্য হজযাত্রীকে প্রদান করা যায়। লাগেজের বিষয়ে সকল হজযাত্রীকে অবশ্যই বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সসহ বাংলাদেশ ও সৌদি কর্তৃপক্ষের নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে।
১০.৬	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড ঢাকা হতে মদিনায় সরাসরি হজযাত্রী পরিবহণের জন্য হজ ফ্লাইট পরিচালনার যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে। রাজকীয় সৌদি সরকারের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তিতে নির্ধারিতসংখ্যক ফ্লাইট মদিনা হতে অপারেট করবে।
১০.৭	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড হজ ব্যবস্থাপনার জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত দল ব্যতীত হজযাত্রীর ফিরতি ফ্লাইটের বোর্ডিং পাস বাংলাদেশেই প্রদান করবে এবং সম্মানিত হজযাত্রী বোর্ডিং পাস হারিয়ে ফেললে বাংলাদেশ হজ অফিস, মক্কা/মদিনা/জেদ্দার প্রত্যয়নসাপেক্ষে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড ফিরতি ফ্লাইটের ডুপ্লিকেট বোর্ডিং পাস ইস্যু করবে।
১০.৮	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স কর্তৃক প্রণীত হজ সিডিউল অনুমোদনের জন্য যথাসময়ে সৌদি **GACA** বরাবর দাখিল করা এবং বিমানের ফ্লাইট সিডিউল অনুমোদনের জন্য **GACA**-এর সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা। বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে সৌদি **GACA**-এর এক্তিয়ারাধীন বিধায় বিমানের পক্ষে অনুমোদন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সময়মত **GACA** কর্তৃক ৩০-৩৫ দিনে ফ্লাইট সিডিউল নির্ধারণের বিষয়টি অনুমোদনের ব্যাপারে সচেষ্ট থাকবে।
১০.৯	বিমান ভাড়া নির্ধারণ ও টিকিট বিক্রয়ের বিষয়ে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। প্রতি হজযাত্রীর জন্য নিবন্ধনের সময় আদায়কৃত বিমান ভাড়া ব্যাংকের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিমান কর্তৃপক্ষকে প্রদানের ভিত্তিতে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, রাজকীয় সৌদি সরকারের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের সম্পাদিত দ্বি-পাক্ষিক চুক্তির শর্ত মোতাবেক হজ এজেন্সিভিত্তিক ফ্লাইট নির্ধারণপূর্বক টিকিট বরাদ্দ করবে। সুষ্ঠু হজ ফ্লাইট পরিচালনার লক্ষ্যে এয়ারলাইন্সসমূহ সকল টিকিট বিক্রি/বুকিং সরাসরি সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সির সমসংখ্যক হজযাত্রীর নামের অনুকূলে বরাদ্দ ও ইস্যু করবে এবং দৈনিকভিত্তিতে

	অনলাইনে প্রদর্শন করবে।
১০.১০	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট এজেন্সি/কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উপরোক্ত নীতিমালা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
১১	**পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা :** হজ কার্যক্রম বাংলাদেশ এবং সৌদি আরবের মধ্যে একটি দ্বি-পাক্ষিক বিষয়। দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে দূতাবাস/কনস্যুলেটের মাধ্যমে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় স্বীয় দায়িত্ব পালন করবে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সৌদি সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চুক্তি সম্পাদন ও হজসংক্রান্ত ভিসা প্রদানের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ ছাড়াও সৌদি আরবে কূটনৈতিক যোগাযোগ, প্রটোকল, উর্ধ্বতন সৌদি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ, বাড়ি ভাড়া, এয়ারলাইন্সসমূহের চেক-ইন, মিনার তাঁবুতে মেডিক্যাল ক্যাম্প স্থাপন, জেদ্দা ও মদিনায় হজযাত্রী পরিবহণের ক্ষেত্রে স্লট প্রাপ্তি ইত্যাদি বিষয়ে স্বীয় দায়িত্ব পালনসহ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সৌদি আরবে কর্মরত হজ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে সহযোগিতা প্রদান করবে। তা ছাড়াও হজ ও ওমরাহসংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ও রাজকীয় সৌদি সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দ্বি-পাক্ষিক বিষয়সমূহে সার্বিক সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করবে।
১২	**স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা**
১২.১	রাজকীয় সৌদি সরকারের সঙ্গে চুক্তি মোতাবেক হজযাত্রীর স্বাস্থ্যসংক্রান্ত মেডিক্যাল প্রোফাইল ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে তৈরি করতে হবে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে হজযাত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং মেডিক্যাল প্রোফাইল তৈরির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
১২.২	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় নির্ধারিত ফর্মে স্বাস্থ্য সনদ প্রদানকালে হজযাত্রীর স্বাস্থ্যগত ও শারীরিক যোগ্যতার বিষয়টি হজযাত্রার পূর্বেই নিশ্চিত করবে এবং তা অনলাইনে হালনাগাদ করবে।
১২.৩	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মেনিনজাইটিস, ইনফ্লুয়েঞ্জা ইত্যাদি প্রতিষেধক সংগ্রহ ও প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
১২.৪	সৌদি আরবে হজযাত্রীর সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত সময়ে চিকিৎসক দলের সদস্য তথা চিকিৎসক, নার্স, ও ফার্মাসিস্ট মনোনয়ন প্রদান করবে। চিকিৎসক দলের সদস্য হিসাবে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন উভয় বিভাগের চিকিৎসক অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।
১২.৫	সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে অতিশয় বৃদ্ধ, ঝুঁকিপূর্ণ রোগে আক্রান্ত, ক্ষীণ দৃষ্টি, সংক্রামক চর্মরোগসহ শারিরীকভাবে অযোগ্যতার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করে ইত্যাদি রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের যাতে হজে গমনের স্বাস্থ্যগত উপযুক্ততার সার্টিফিকেট দেওয়া না হয় তার জন্য স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করবে।
১২.৬	হজ চিকিৎসক দল এবং চিকিৎসা সহায়ক দলে অংশ গ্রহণকারী সদস্যদের বয়স ৩৫-৫৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। তাঁদের সার্বক্ষিণভাবে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে এবং শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ হতে হবে।
১২.৭	হজ চিকিৎসক দল এবং চিকিৎসা সহায়ক দলে একবার যারা মনোনয়ন পেয়েছেন, অনিবার্য না হলে ২য় বারের জন্য তারা আবেদন করতে পারবেন না। সরকার প্রয়োজনে পূর্বে হজ করেছেন এ ধরনের অনুন্য পাচঁজন চিকিৎসককে পুনরায় হজ করবেন না এ শর্তে দলে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে। যে-কোনো ধরনের জরুরি অবস্থা মোকাবিলা করার মানসিকতা থাকতে হবে এবং জরুরি অবস্থায় প্রয়োজনে হজ চিকিৎসক দলনেতা কর্তৃক নির্দেশিত দায়িত্ব/অতিরিক্ত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে। কোনক্রমে স্বামী-স্ত্রী একত্রে দলভুক্ত করা যাবে না।
১২.৮	স্বাস্থ্য বিভাগ কর্তৃক মনোনীতব্য হজ চিকিৎসক দলে অন্তর্ভুক্তির জন্য বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আবেদন আহ্বান করতে হবে।
১২.৯	আবেদনকারীগণের মধ্যে মেডিসিন ও জেনারেল প্র্যাকটিশনারকে বিশেষ করে বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞ, ক্লিনিশিয়ান, ডেন্টাল, নাক-কান-গলা, ইউরোলজিস্ট, এন্ডোক্রাইনোলজিস্টস, অর্থোপেডিকস, মনরোগ বিশেষজ্ঞদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। অন্যান্য যেমন : সার্জারি, গাইনি, শিশু বিশেষজ্ঞদের নিরুৎসাহিত করতে হবে।
১২.১০	হজ চিকিৎসক দলে চিকিৎসক ও নার্সদের কার্যক্রম মনিটরিং/তদারকি করার জন্য ০২ (দুই) জন করে ০৪ (চার) জন বয়োজ্যেষ্ঠ্য দলনেতা মনোনয়ন করতে হবে (মক্কার জন্য ০২ জন এবং মদিনার জন্য ০২ জন)।
১২.১১	বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের পর প্রত্যেক হজ চিকিৎসক দলের দলনেতাকে চিকিৎসা প্রদান এবং নার্সিং সেবাসংক্রান্ত কার্যক্রমের উপর ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। হজ চিকিৎসক দলে সরকারিভাবে মনোনীত হওয়ার পর কর্তৃপক্ষের অনুমতি/ছাড়পত্র ব্যতীত কর্মস্থল ত্যাগ করা যাবে না।
১২.১২	অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন না করলে বা দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে তাকে তাৎক্ষণিকভাবে দেশে ফেরত পাঠানো এবং তার অনুকূলে ব্যয়িত সমুদয় অর্থ সরকারকে ফেরত দেওয়ার অঙ্গীকারনামা/মুচলেকা নেওয়া যেতে পারে।
১৩	**স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা**
১৩.১	জননিরাপত্তা বিভাগ, হজ ও ওমরাহযাত্রীর পাসপোর্ট প্রস্তুত করার জন্য যথাসময়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পুলিশ ছাড়পত্র প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং হজ মৌসুমে হজক্যাম্পে হজযাত্রীর নিরাপত্তা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সুরক্ষা সেবা বিভাগ, এন টি এম সির মাধ্যমে হজযাত্রীদের পাসপোর্টের সঠিকতা যাচাই এবং ইমিগ্রেশনসংক্রান্ত কার্যক্রম যথাসম্ভব সহজতর করাসহ প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে। ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ হজ ও ওমরাহ ভিসায় গমন ও প্রত্যাগমনকারীর নাম, ঠিকানাসহ প্রকৃত তালিকা (সফট কপি) ও সংখ্যা দৈনিক ভিত্তিতে পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকায় সরবরাহ করবে।
১৩.২	ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট হতে হজে গমনকৃত ও প্রত্যাগত হাজির নির্দিষ্ট তথ্যসহ ফ্লাইটওয়ারি তালিকা (সফট কপি) ধর্ম বিষয়ক

	মন্ত্রণালয়ের হজ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমে (HMIS) ই-মেইলের মাধ্যমে সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য ইমিগ্রেশনকে নির্দেশনা প্রদান করবে। প্রতিদিন একাধিকবার এই তথ্য দিতে হবে যাতে তা সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় তথ্য ভান্ডারে আপডেট করা যায় এবং সকল স্টেকহোল্ডার তা থেকে সরাসরি রিপোর্ট পেতে পারেন। যে সকল হাজি হজ শেষে বাংলাদেশে ফেরত আসবেন না, তাঁদের তালিকা প্রস্তুত করে হজ শেষ হওয়ার ০১ (এক) মাসের মধ্যে ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে। এ বিষয়টি সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করবে।
১৩.৩	কাঁচা খাবার/খাবার প্রস্তুতের দ্রব্য সামগ্রী ও রেজিস্টার্ড ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্রবিহীন ঔষধ পত্র যাতে হজ ও ওমরাহযাত্রীরা বহন করতে না পারে সে বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেবে।
১৩.৪	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হজ ব্যবস্থাপনা ইনফরমেশন সিস্টেম (HMIS) হতে অনলাইনে হজযাত্রীদের তথ্য সংগ্রহ করে ইমিগ্রেশন কার্যাদি সম্পন্ন করতে হবে।
১৩.৫	হজযাত্রীর ভিসা জটিলতা নিরসনের জন্য জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য অনুযায়ী মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট প্রদান নিশ্চিত করবে।
১৩.৬	যেহেতু সৌদি ই-হজ সিস্টেমের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের কারণে বাংলাদেশ হতে গমনকারী হজযাত্রীর পাসপোর্টসংক্রান্ত নির্ভুল তথ্য প্রয়োজন সেহেতু ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিবন্ধন সিস্টেমের সাথে পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ডেটাবেজের সংযোগ (Integration) স্থাপন করতে হবে। যাতে প্রাক্-নিবন্ধিত হজযাত্রীর জাতীয় পরিচয়পত্রের বিপরীতে সর্বশেষ পাসপোর্টসংক্রান্ত তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিবন্ধন সার্ভারে হালনাগাদ করা সম্ভব হয়। এ ছাড়াও রাজকীয় সৌদি সরকারের প্রয়োজনে হজযাত্রীর আঙুলের ছাপ নির্ধারিত ফরম্যাটে প্রদানের বাধ্যবাধকতা থাকায় বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর তা যথাসময়ে প্রদান নিশ্চিত করবে।
১৪	**গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা :** গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় হজক্যাম্পের বছরব্যাপী রক্ষণাবেক্ষণসহ হজ মৌসুমে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পন্ন করে হজ অফিস ও হজ ক্যাম্প প্রস্তুতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ ছাড়া সংশ্লিষ্ট আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহযোগিতায় হজ অফিস এর সার্বক্ষণিক নিরাপত্তাসহ হজ মৌসুমে বিশেষ নিরাপত্তা বিধানের নিমিত্ত বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ, প্রয়োজনে স্থায়ী/অস্থায়ী স্থাপনা নির্মাণ, হজক্যাম্প সজ্জিতকরণ, নিরাপদ পানীয় জলের সংস্থানসহ প্রয়োজনীয় ইউটিলিটি সার্ভিস প্রদান, বছরব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করবে। এ ছাড়াও হজসংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট কাজে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে।
১৫	**তথ্য মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা** হজ কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা থেকে শুরু করে বিভিন্ন ঘোষণা ও বিবৃতিমূলক বিজ্ঞপ্তিসহ হজের নিয়ম-কানুন এবং সচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি/ঘোষণা/বিজ্ঞাপন ইত্যাদি প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যাপক প্রচারের লক্ষ্যে তথ্য মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ ছাড়াও হজ মৌসুমে সম্প্রচারমূলক ও প্রচারণামূলক কর্মকান্ডে হজ অফিস, ঢাকাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণমূলক কর্মকান্ডে এবং হজ ও ওমরাহসংক্রান্ত প্রচার-প্রচারণামূলক কার্যক্রমে জেলা প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের ব্যবস্থা করবে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুরোধক্রমে হজ ও ওমরাহসংক্রান্ত স্লাইড, স্থির চিত্র, বিজ্ঞাপন চিত্র, তথ্য চিত্র, প্রামাণ্য চিত্র ইত্যাদি তৈরিতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে। তথ্য মন্ত্রণালয় হজ ও ওমরাহসংক্রান্ত প্রচার তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন, বেসরকারি বিভিন্ন টিভি চ্যানেল, রেডিও ও প্রিন্ট মিডিয়ার সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করবে। এ ছাড়া প্রাক্-নিবন্ধন ও নিবন্ধন সিস্টেমের উপর বিস্তারিত পদ্ধতি অবহিত করার জন্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞপ্তি প্রচারের ব্যবস্থা করবে।
১৬	**জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা**
১৬.১	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হজ অফিস, মক্কা, মদিনা, জেদ্দার জন্য একজন করে প্রেষণে মৌসুমি হজ অফিসার এবং হজ অফিস, ঢাকায় হজ ফ্লাইট শুরুর দুই মাস পূর্বে প্রেষণে দুইজন কর্মকর্তা এবং পাঁচজন কর্মচারী নিয়োগ করবে।
১৭	**বাংলাদেশ ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংকের ভূমিকা**
১৭.১	**বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা** সৌদি আরবে বাড়ি ভাড়া, সৌদি আরবে প্রদেয় বিভিন্ন সার্ভিস চার্জ ও পরিবহন ফিসহ বিভিন্ন ফি, হজযাত্রীর ব্যক্তিগত ব্যয়ের জন্য হজ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে বৈদেশিক মুদ্রার বিষয়টি জড়িত। হজ অগ্রাধিকার বিবেচনায় বাংলাদেশ ব্যাংক যথাসময়ে বৈদেশিক মুদ্রা ছাড় এবং এতদ্‌বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ছাড়াও অন্যান্য তপশিলভুক্ত ব্যাংক থেকে বৈদেশিক মুদ্রা স্থানান্তরের ব্যবস্থা করবে। এতদ্‌ব্যতীত ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুরোধক্রমে অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
১৭.২	**সোনালী ব্যাংক ও অনুমোদিত বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা** ১। প্রাক্-নিবন্ধনের অর্থ গ্রহণের পূর্বে প্রবাসী ও ১৮ বছরের নিম্নবয়সীর জন্ম নিবন্ধন সনদের (মূলকপি) তথ্য প্রাক্-নিবন্ধন ভাউচারের সঙ্গে যাচাই করবে। ১৮ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়স্কদের ক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয়পত্রের (মূলকপি) সঙ্গে যাচাই করবে; ২। হজযাত্রীর লিখিত সম্মতি ব্যতীত কোনো হজযাত্রীর প্রাক্-নিবন্ধন বাতিল করা যাবে না; ৩। প্রাক্-নিবন্ধন ও নিবন্ধনের পদ্ধতি প্রতিটি শাখায় বিস্তারিত আকারে হজযাত্রীর সুবিধার্থে প্রদর্শন করবে;

	৪। যে সব শাখার মাধ্যমে প্রাক্-নিবন্ধন ও নিবন্ধন সম্পন্ন করবে তা বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ করবে; ৫। নিবন্ধন কার্যক্রমে নির্বাচিত ব্যাংকসমূহ সরকার নির্ধারিত অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত করে হজযাত্রীর নিবন্ধন সম্পন্ন করবে। নিবন্ধনের অর্থ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক পরিশোধ করবে; ৬। অনুমোদিত ব্যাংকসমূহ যথাসময়ে গৃহীত অর্থ লিড ব্যাংক বরাবর স্থানান্তর করবে; ৭। হজ এজেন্সি/হজযাত্রীকে হজ বাবদ কোনা প্রকার ঋণ প্রদান করা যাবে না; ৮। সোনালী ব্যাংক অনুমোদিত বাণিজ্যিক ব্যাংকের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন ও বাস্তবায়ন করবে; এবং ৮। বিমান ভাড়া বাবদ জমাকৃত অর্থ সরাসরি এয়ারলাইন্স বরাবর পে অর্ডার ব্যতীত অন্যভাবে প্রদান করা যাবে না।
১৮	**জেলা প্রশাসকের ভূমিকা** জেলা প্রশাসক, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী হজ ব্যবস্থাপনার কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবেন। তাঁর জেলার হজযাত্রীর প্রাক্-নিবন্ধন এবং নিবন্ধন করার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করবেন, মাহরামসহ একইসঙ্গে হজে গমনেচ্ছুদের নিবন্ধন সনদ গ্রহণ এবং হজ অফিস, ঢাকায় প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তিনি হজসংক্রান্ত বিষয়াদি প্রচার-প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণসহ হজযাত্রীর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। হজসংক্রান্ত তথ্য কেন্দ্র স্থাপন এবং হজসংক্রান্ত কাজে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমের সমন্বয় করবেন। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুরোধক্রমে স্থানীয় পর্যায়ে হজযাত্রীর অভিযোগ তদন্ত ও নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তাঁর জেলার দক্ষ (যিনি কোনাক্রমেই হজ এজেন্সির স্বত্বাধিকারী/অংশীদার/এজেন্ট/মোনাজ্জেম হতে পারবেন না) হজ গাইডের তালিকা প্রণয়ন করে (হজ গাইড বাছাই ও কর্মপরিধি সংক্রান্ত নির্দেশিকা অনুসরণপূর্বক) পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকা বরাবর প্রেরণ করবেন। জেলা প্রশাসক তাঁর জেলার অন্তর্গত সকল ইউডিসি ইউজার এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধিকে প্রাক্-নিবন্ধন সিস্টেমের উপর প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন। তা ছাড়াও তিনি হজ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে সম্পৃক্ত করত হজযাত্রীকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
১৯	**ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ভূমিকা**
১৯.১	সরকারি ব্যবস্থাপনাধীন হজযাত্রী সংগ্রহ ও তাদের প্রদেয় সুযোগ-সুবিধাসহ যাবতীয় বিষয় জনগণকে অবহিত ও উদ্বুদ্ধ (Motivate) করবে। জেলা পর্যায়ে হজ ব্যবস্থাপনার ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন করবে। হজের তথ্যাবলির জন্য ওয়েবসাইটের (www.hajj.gov.bd) ঠিকানা প্রচার করবে। প্রাক্-নিবন্ধন ফর্ম এবং মাহরামসহ একইসঙ্গে হজে গমনেচ্ছুদের নিবন্ধন ভাউচার পূরণের ব্যবহার বিধি হজযাত্রীকে অবহিত করবে।
১৯.২	জেলা প্রশাসকের তত্ত্বাবধানে হজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ToT টি ও টি এর মাধ্যমে হজের আরকান-আহকাম সম্পর্কে সরকারি ও বেসরকারি উভয় ব্যবস্থাপনায় হজে গমনেচ্ছুদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করবে। প্রশিক্ষণ শেষে বরাদ্দপ্রাপ্ত অর্থের বিল ভাউচার ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।
১৯.৩	হজযাত্রীর প্রাক্-নিবন্ধন এবং মাহরামসহ একইসঙ্গে হজে গমনেচ্ছুদের নিবন্ধন ভাউচার পূরণ, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে পাসপোর্ট জমাদানে সহযোগিতা, হজ অফিস, ঢাকার সাথে যোগাযোগ রক্ষা ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করবে।
১৯.৪	সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের জন্য নিয়োজিতব্য হজগাইড নির্বাচনে মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত সংশ্লিষ্ট কমিটিকে সহায়তা করবে।
১৯.৫	সরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রতি ৪৪ জন (আনুমানিক) হজযাত্রী নিয়ে গ্রুপ গঠন করবে এবং হজ ফ্লাইট শুরুর কমপক্ষে ৭৫ (পঁচাত্তর) দিন পূর্বে দক্ষ (যিনি কোনাক্রমেই হজ এজেন্সির স্বত্বাধিকারী/অংশীদার/এজেন্ট/মোনাজ্জেম হতে পারবেন না) হজগাইডের তালিকা (হজ গাইড বাছাই ও কর্মপরিধিসংক্রান্ত নির্দেশিকা অনুসরণপূর্বক) জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা হজগাইড নির্বাচন কমিটির মাধ্যমে পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকায় প্রেরণ করবে।
১৯.৬	প্রয়োজনে হজ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অধীন উপজেলা পর্যায়ের মসজিদভিত্তিক পাঠাগারের কর্মকর্তা/কর্মচারী, ইসলামিক মিশনসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারী ও মসজিদভিত্তিক গণশিক্ষা কার্যক্রমের শিক্ষক ও মাস্টার ট্রেইনারগণকে সম্পৃক্ত করবেন।
	চতুর্থ অধ্যায়
২০	**আপৎকালীন ফান্ড** হজক্যাম্পে হজযাত্রীর আগমনের পর থেকে হজ শেষে দেশে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত যে-কোনো দৈব-দুর্বিপাক বা তাৎক্ষণিক জরুরি প্রয়োজনে ব্যয় নির্বাহ এবং হজযাত্রী/হাজীদের সার্বিক কল্যাণের জন্য আপৎকালীন ফান্ড থাকবে। আপৎকালীন ফান্ডের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে প্রত্যেক হজযাত্রীর নিকট হতে গৃহীত অর্থ উক্ত ফান্ডের আয়ের উৎস হবে। এ ছাড়া হজযাত্রীর নিকট থেকে হজ সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন খাতে গৃহীত অর্থের মাধ্যমে ক্রয়কৃত বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় মূল্যের তারতম্যের কারণে অতিরিক্ত অর্থ (যদি থাকে), ইতোমধ্যে স্থানীয় সার্ভিস চার্জ এর অব্যয়িত, অ-দাবিকৃত ও বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের তারতম্যের ফলে জমাকৃত অর্থও উক্ত ফান্ডে জমা হবে। আপৎকালীন ফান্ডে জমাকৃত তহবিল পরিচালনা এবং আপৎকালীন ফান্ডের অর্থ কোন কোন খাতে ব্যয় হবে সে বিষয়ে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় একটি নীতিমালা প্রণয়ন করবে। তা ছাড়াও সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীর জমাকৃত অর্থের অব্যয়িত (যদি থাকে) অর্থ (সৌদি আরবে প্রদেয় বিভিন্ন সার্ভিস চার্জ ও পরিবহন ফি ও অন্যান্য) উক্ত ফান্ডে সরাসরি স্থানান্তরিত হবে।
২১	**হজযাত্রীদের অব্যয়িত অর্থ ফেরত প্রদান**
২১.১	মৃত্যু ও গুরুতর অসুস্থতা/দুর্ঘটনা জনিতকারণে সৌদি আরবে প্রদেয় বিভিন্ন সার্ভিস চার্জ ও পরিবহণ ফি জমাদানকারী হজযাত্রী

	পবিত্র হজব্রত পালনের লক্ষ্যে সৌদি আরব গমনে ব্যর্থ হলে কেবল অব্যয়িত অর্থ (বিমান ভাড়া, খাওয়া খরচ) ফেরত পাবেন।
২১.২	সরকারি ব্যবস্থাপনায় সৌদি আরবে বাড়ি ভাড়ার অব্যয়িত অর্থ (যদি থাকে) ফেরতযোগ্য হবে।
২১.৩	উভয় ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীর ক্ষেত্রে অর্থ ফেরত প্রদান সংক্রান্ত উদ্ভূত যে-কোনো সমস্যা নিরসনের ক্ষেত্রে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।
২১.৪	সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রে বিমান ভাড়া ফেরত প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্সের বিধি-বিধান প্রযোজ্য হবে।
	পঞ্চম অধ্যায়
২২	**ওমরাহ এজেন্সির নীতিসংক্রান্ত**
২২.১	**ওমরাহ এজেন্সির ক্ষেত্রে নীতির কার্যকারিতা :** বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ হতে পবিত্র ওমরাহ পালনে গমনেচ্ছুদের দলগতভাবে/এককভাবে সৌদি আরবে প্রেরণ ও ফেরত আনাসংক্রান্ত দায়িত্ব পালনের জন্য ওমরাহ এজেন্সি নিয়োগ/নবায়নের বিষয়ে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতির সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহ কার্যকর হবে। এ হজ ও ওমরাহ নীতি ইতোপূর্বে নিয়োগকৃত ওমরাহ এজেন্সিসমূহের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে ।
২২.২	**ওমরাহ এজেন্সির দায়-দায়িত্ব**
২২.২.১	সংশ্লিষ্ট ওমরাহ এজেন্সিকে ওমরাহ পালনে ইচ্ছুকদের গ্রুপভিত্তিক/এককভাবে বাংলাদেশ থেকে সৌদি আরবে প্রেরণ, ওমরাহ পালনের জন্য মক্কা শরিফে আবাসন, গাইডের ব্যবস্থা, মদিনা শরিফে জিয়ারতের জন্য প্রেরণ, মদিনা শরিফে আবাসন, খাওয়া ও সার্বক্ষণিক গাইডের ব্যবস্থা (প্যাকেজ ট্যুর) এবং আনুষঙ্গিক কার্যাদিসহ ওমরাহ পালন শেষে দেশে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিটি গ্রুপ/একক সৌদি আরব যাওয়ার আগে এবং সৌদি আরব থেকে বাংলাদেশে ফেরত আসার বিষয়ে প্রমাণসংক্রান্ত তথ্যাদি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, হজ অফিস, ঢাকা ও মক্কাস্থ বাংলাদেশ হজ অফিসে দাখিল করতে হবে।
২২.২.২	ওমরাহ এজেন্সির ওমরাহযাত্রীদের নামের তালিকা ওমরাহ এজেন্সিগণ পরিচালক, হজ অফিসের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবেন। মন্ত্রণালয় উক্ত তালিকা যাচাই-বাছাই শেষে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ সৌদি দূতাবাসে ভিসা প্রদানের সুপারিশ প্রেরণ করবে। এক্ষেত্রে হাব প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানে বাধ্য থাকবে।
২২.২.৩	যে-কোনো ওমরাহ এজেন্সি প্রতিবছর সর্বোচ্চ ১০০০ জন ওমরাহযাত্রী প্রেরণ করতে পারবে। তবে সরকার সময়ে সময়ে এ সংখ্যা কমাতে কিংবা বৃদ্ধি করতে পারবে। কোনো এজেন্সি সরকারের অনুমোদন ব্যতীত নির্ধারিত কোটার অতিরিক্ত ওমরাহযাত্রী প্রেরণ করলে সংশ্লিষ্ট এজেন্সির বিরুদ্ধে ২৪.১ (চ) এবং ২৪.২ অনুযায়ী শাস্তিমূলক প্রদান করা হবে।
২২.২.৪	কোনো গ্রুপের কোনো সদস্য যদি মৃত্যু অথবা গুরুতর অসুস্থতা ব্যতীত অন্য কোনো কারণে সৌদি আরব থেকে যায় এবং সংশ্লিষ্ট ওমরাহ এজেন্সি তাঁকে ফেরত আনতে ব্যর্থ হয় তা হলে এরূপ প্রতি ওমরাহযাত্রীর ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট ওমরাহ এজেন্সির জামানত হতে ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করা যাবে। কোনো গ্রুপের একাধিক ব্যক্তির বেলায় এরূপ ঘটনা ঘটলে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট ওমরাহ এজেন্সির সমুদয় জামানত বাজেয়াপ্ত অথবা সমুদয় জামানত বাজেয়াপ্তসহ ওমরাহ এজেন্সি নিয়োগের আদেশ বাতিল করতে পারবে। এক্ষেত্রে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতির সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহ প্রযোজ্য হবে।
২২.২.৫	ওমরাহ এজেন্সি কর্তৃক ওমরাহ পালন করতে ইচ্ছুকদের নিকট হতে বিমান ভাড়া, বাড়ি/হোটেল ভাড়া, খাওয়া-দাওয়া, বাস ভাড়া ইত্যাদির বাবদ সকল প্রকার অর্থ এজেন্সির নিজস্ব ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে সংগ্রহ করবে। প্রত্যেক ওমরাহ এজেন্সির ব্যাংক হিসাব নম্বর ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবে।
২২.২.৬	কোনো ওমরাহযাত্রী যদি কোনো ওমরাহ এজেন্সির বিরুদ্ধে ওমরাহ সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে অভিযোগ উত্থাপন করে তবে তা তদন্ত করত ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতির সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদের আলোকে নিষ্পত্তি করবে।
২২.২.৭	ওমরাহ এজেন্সিকে বাংলাদেশ সরকার ও সৌদি সরকারের যাবতীয় আইন-কানুন, বিধি-বিধান, প্রথা ও প্রশাসনিক আদেশ ইত্যাদি যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে।
২২.২.৮	ওমরাহ এজেন্সি কর্তৃক প্রেরিত কোনো ওমরাহযাত্রী (মৃত্যু/অসুস্থতাজনিত কারণ বা অন্য কোনো আইন সংগত কারণ ব্যতীত) যদি ফেরত না আসে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ওমরাহ এজেন্সি দায়ী থাকবে। এক্ষেত্রে সৌদি আরবে এবং বাংলাদেশে প্রচলিত আইনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কোনো ওমরাহযাত্রী মৃত্যুবরণ করলে কাউন্সেলর (হজ)-কে অবহিত করতে হবে।
২২.২.৯	ওমরাহ এজেন্সি কর্তৃক ওমরাহ প্রসেসিং ফি ও প্রদেয় সকল সেবার নির্ধারিত ব্যয় উল্লেখপূর্বক বিভিন্ন ক্যাটাগরির ওমরাহ প্যাকেজ ঘোষণা করবে এবং এর কপি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও হজ অফিস, ঢাকায় প্রেরণ নিশ্চিত করবে। প্যাকেজ ঘোষণা না করলে কোনো ওমরাহ এজেন্সিকে ওমরাহযাত্রী প্রেরণের অনুমতি দেয়া হবে না।
২২.২.১০	রাজকীয় সৌদি সরকারের ওমরাহসংক্রান্ত নীতি মোতাবেক বাংলাদেশের ওমরাহ এজেন্সি (কোম্পানি/ট্রাভেল এজেন্সি) তাদের সকল প্রকার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্থানীয় সৌদি ওমরাহ এজেন্সির সঙ্গে সার্বিক বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হবে। কেননা ওমরাহ ভিসায় গমনকারী তার নির্দিষ্ট কাজের বাহিরে এমন কোনো কাজ করতে পারবেন না যা স্থানীয়ভাবে কোম্পানিতে কর্মরত শ্রমিক/স্টাফগণ করতে পারেন।
২২.২.১১	পর্যায়ক্রমে হজযাত্রীর ন্যায় ওমরাহযাত্রীদেরও প্রাক্-নিবন্ধন ও নিবন্ধনের আওতায় আনা হবে।
২২.২.১২	ওমরাহ এজেন্সিকে পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকা বরাবর ওমরাহযাত্রী প্রত্যাবর্তন প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।
	ষষ্ঠ অধ্যায়
২৩.	**হজ ও ওমরাহ এজেন্সি নিয়োগ, পরিদর্শন ও নবায়ন**
২৩.১	**নিয়োগের শর্তাবলি**

	বেসরকারি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে হজ ও ওমরাহ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হজ ও ওমরাহ এজেন্সি নিয়োগ করবে।
২৩.১.১	কোনো একটি হজ ও ওমরাহ এজেন্সির স্বত্বাধিকারী/পরিচালক/অংশীদার কেবল একটি করে হজ ও ওমরাহ এজেন্সির লাইসেন্স পাওয়ার বা সংরক্ষণের অধিকারী হবেন। হজ ও ওমরাহ এজেন্সি বিক্রয়/হস্তান্তরযোগ্য নয়। মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনসাপেক্ষে একক মালিকানা থেকে যৌথ মালিকানায় রূপান্তর/পরিবর্তন এবং ঠিকানা পরিবর্তন করা যাবে।
২৩.১.২	এজেন্সির স্বত্বাধিকারী/পরিচালক/অংশীদার সকলকে জন্মসূত্রে বাংলাদেশের মুসলিম নাগরিক হতে হবে। এক্ষেত্রে নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য ইউপি/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিক সনদপত্র/জাতীয় পরিচয়পত্র/পাসপোর্ট ইত্যাদি প্রযোজ্য হবে।
২৩.১.৩	হজ ও ওমরাহ এজেন্সির লাইসেন্স প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত ন্যূনতম ২ (দুই) বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হালনাগাদ ট্রাভেল এজেন্সির সনদপত্র থাকতে হবে।
২৩.১.৪	ওমরাহ এজেন্সি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে হজ লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র ও যোগ্যতা ছাড়াও হালনাগাদ International Association of Travel Agents (IATA) সনদ থাকা বাধ্যতামূলক হবে।
২৩.১.৫	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত অর্থের জামানত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নামে লিয়েনকৃত এফডিআর-এর মাধ্যমে জমা রাখতে হবে।
২৩.১.৬	একই ঠিকানা/স্পেস-এ একাধিক হজ অথবা ওমরাহ এজেন্সি লাইসেন্স প্রদানযোগ্য হবে না। হজ ও ওমরাহ এজেন্সির লাইসেন্স পেতে হলে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের বাংলাদেশে নিজস্ব অথবা ভাড়াকৃত কমপক্ষে ৪০০ (চারশত) বর্গফুট আয়তনের অফিস ও প্রয়োজনীয় জনবল থাকতে হবে।
২৩.১.৭	হজ ও ওমরাহ এজেন্সিকে বাংলাদেশ ও রাজকীয় সৌদি সরকারের যাবতীয় আইন-কানুন, বিধি-বিধান, প্রথা ও প্রশাসনিক আদেশ ইত্যাদি যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে। এতৎসংক্রান্ত ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত অপরাপর শর্তসহ সকল শর্ত পালনের নিমিত্ত এজেন্সিসমূহকে একটি অঙ্গীকারনামা প্রদান করতে হবে।
২৩.১.৮	এজেন্সির অফিসে যোগাযোগের আধুনিক ব্যবস্থা (টেলিফোন, ই-মেইল, মোবাইল, ফ্যাক্স, রিজার্ভেশন পদ্ধতি ইত্যাদি) থাকতে হবে। পর্যায়ক্রমে স্ব স্ব ওয়েবসাইট তৈরি করতে হবে।
২৩.১.৯	হজ ও ওমরাহ এজেন্সি নিয়োগ ও নবায়নের ক্ষেত্রে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ফি নির্ধারণ করবে।
২৩.১.১০	শাস্তিস্বরূপ হজ অথবা ওমরাহ লাইসেন্স বাতিলকৃত কোনো এজেন্সির স্বত্বাধিকারী/পরিচালক/অংশীদার কোনোক্রমেই পুনরায় হজ অথবা ওমরাহ লাইসেন্স পাওয়ার অধিকারী হবেন না বা অন্য কোনো হজ অথবা ওমরাহ এজেন্সির কার্যক্রমে অংশগ্রহণ বা সম্পৃক্ত হতে পারবেন না।
২৩.১.১১	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে অন্যবিধ যে-কোনো শর্ত আরোপের ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।
২৩.১.১২	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কোনো প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে হজ ও ওমরাহ এজেন্সি নিয়োগের যে কোনো আবেদনপত্র/এজেন্সি নিয়োগের আদেশ বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে।
২৩.২	**নিয়োগ প্রক্রিয়া :** বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত ন্যূনতম ০২ (দুই) বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রাভেল এজেন্সি কর্তৃক প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি আবেদনের আলোকে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতিতে বর্ণিত শর্তাবলি অনুসরণ করে সরেজমিন তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ফি গ্রহণপূর্বক ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় নতুন হজ ও ওমরাহ এজেন্সি নিয়োগ করবে।
২৩.৩	**পরিদর্শন :** জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, এজেন্সি ও সরকারের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির শর্তসমূহ এবং হজ ও ওমরাহসংক্রান্ত বাংলাদেশ ও সৌদি সরকারের বিধি-বিধান যথাযথভাবে বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ও সৌদি আরবে হজ ও ওমরাহ এজেন্সির সার্বিক কার্যক্রম তদারকি/পরিদর্শন করতে পারবে।
২৩.৪	**নবায়ন :** এজেন্সিসমূহের পূর্ববর্তী বছরসমূহের কার্যক্রম, সেবার মান, হালনাগাদ ট্রাভেল লাইসেন্স, ট্রেড লাইসেন্স, আয়কর সনদ, ওমরাহ এজেন্সির ক্ষেত্রে IATA সনদ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট প্রমাণপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক সরকারের সন্তুষ্টিসাপেক্ষে সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক আরোপিত/ধার্যকৃত ফি গ্রহণ করত ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত সময়কালের জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক হজ ও ওমরাহ লাইসেন্স নবায়ন করা হবে।
২৪	**হজ ও ওমরাহ এজেন্সির বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্ত, শাস্তি ও রিভিউ**
২৪.১	**তদন্ত/শাস্তির কারণসমূহ :**
	(ক) প্যাকেজ ঘোষণা না করা/ঘোষিত প্যাকেজ অনুযায়ী সেবা প্রদানে ব্যর্থতা;
	(খ) হজ/ওমরাহযাত্রীর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর না করা/চুক্তি অনুযায়ী সেবা প্রদানে ব্যর্থতা;
	(গ) জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতির নির্দেশাবলি লঙ্ঘন;
	(ঘ) হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা কর্মে নিয়োজিত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীর সঙ্গে অসদাচরণ ও অসহযোগিতা;
	(ঙ) হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা কর্মে নিয়োজিত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীর সঙ্গে অসদাচরণ ও অসহযোগিতা;
	(চ) সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময় হজ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জারিকৃত বিজ্ঞপ্তি/পরিপত্র/প্রজ্ঞাপন/নির্দেশনার ব্যত্যয় বা লঙ্ঘন;
	(ছ) যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হজ ও ওমরাহযাত্রী প্রত্যাবর্তন না করা;

	(জ) হজ/ওমরাহযাত্রীর সঙ্গে যে কোনো ধরনের প্রতারণা;
	(ঝ) হজ/ওমরাহ এজেন্সি ও সরকারের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির শর্ত ভঙ্গ;
	(ঞ) প্রাক্-নিবন্ধনবিহীন এবং নিবন্ধনবিহীন কোনো ব্যক্তির নামে সৌদি ই-হজ সিস্টেমে হজ VISA লজমেন্ট করা; এবং
	(ট) এ ছাড়াও অন্যবিধকারণে হজ ও ওমরাহসংক্রান্ত সৃষ্ট যে-কোনো অপরাধ কিংবা ত্রুটি সংঘটন।
২৪.২	**তদন্ত ও শাস্তি :** বাংলাদেশে ও সৌদি আরবে হজ অথবা ওমরাহযাত্রী অথবা অপর কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে অথবা স্ব-উদ্যোগে মন্ত্রণালয় কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রশাসনিক দলের মাধ্যমে অথবা বাংলাদেশ কিংবা সৌদি আরবে হজ/ওমরাহ ব্যবস্থাপনা কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীর মাধ্যমে প্রাপ্ত/দাখিলকৃত অভিযোগ তদন্ত করত তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট হজ ও ওমরাহ এজেন্সি এবং এর স্বত্বাধিকারী/দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি/অংশীদার/ পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় নিম্নরূপ যে-কোনো এক বা একাধিক প্রকারের শাস্তি প্রদান করতে পারবে : (ক) হজ ও ওমরাহ এজেন্সির লাইসেন্স বাতিল; (খ) জামানত বাজেয়াপ্তসহ হজ ও ওমরাহ এজেন্সির লাইসেন্স বাতিল; (গ) হজ ও ওমরাহ এজেন্সির লাইসেন্স স্থগিত; (ঘ) হজ ও ওমরাহ এজেন্সির জামানত বাজেয়াপ্ত; (ঙ) জামানতের অংশবিশেষ বাজেয়াপ্ত; (চ) অর্থ দণ্ড/জরিমানা; (ছ) অর্থ দণ্ড/জরিমানা এবং হজ ও ওমরাহ এজেন্সির লাইসেন্স বাতিল এবং (জ) তিরস্কার/সতর্কীকরণ (পর পর তিনবার তিরস্কার/সতর্কীকরণ নোটিশ প্রাপ্ত হলে কোনো কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে লাইসেন্স বাতিল করা হবে)।
২৪.৩	**রিভিউ**
২৪.৩.১	অনুচ্ছেদ ২৩.১-এ বর্ণিত অভিযোগ অনুসারে অনুচ্ছেদ ২৩.২ অনুযায়ী শাস্তিপ্রাপ্ত সংক্ষুব্ধ এজেন্সি শাস্তি আদেশ প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে আদেশ রিভিউ করার জন্য সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর আবেদন করতে পারবে।
২৪.৩.২	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বে অনধিক ৫ (পাঁচ) সদস্যবিশিষ্ট একটি রিভিউ কমিটি গঠন করবেন। রিভিউ কমিটি প্রাপ্ত আবেদনগুলো যথাসম্ভব পরবর্তী ২৫ (পঁচিশ) দিনের মধ্যে শুনানির ব্যবস্থা করবে।
২৪.৩.৩	রিভিউ কমিটি এতদুদ্দেশ্যে প্রাপ্ত আবেদনগুলো পুনঃশুনানির মাধ্যমে কেস-বাই-কেস মতামত দেবেন। উক্ত মতামতের আলোকে মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী রিভিউ-সংক্রান্ত চূড়ান্ত আদেশ প্রদান করবেন। চূড়ান্ত আদেশ প্রাপ্তির পর এ বিষয়ে আর কোনো আবেদন করা যাবে না।
	সপ্তম অধ্যায়
২৫	**জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা :**
২৫.১	রাজকীয় সৌদি সরকার হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নিয়ম-নীতি, আইন-কানুন, বিধি-বিধান প্রায়শ পরিবর্তন ও সংযোজন করে থাকে। এ ছাড়াও প্রতিবছর হজ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের ফলে বাস্তব কারণে হজ ও ওমরাহ বাস্তবায়ন কর্মকৌশলে পরিবর্তন,পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য হয়। যা জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতির উপরেও প্রভাব ফেলে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বে একটি কমিটি হজ ওমরাহ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।
২৫.২	প্রয়োজনে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতির ব্যাখ্যা প্রদান, নীতি বাস্তবায়নে উদ্ভূত যে-কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলা এবং নীতির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যে-কোনো প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এক্তিয়ারভুক্ত থাকবে।
২৫.৩	জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ১৪৪০ হিজরি/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ কার্যকর হবে এবং ইতোপূর্বে সময়ে সময়ে জারিকৃত জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি এর আলোকে সম্পাদিত সকল কার্যক্রম অত্র জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ১৪৪০ হিজরি/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ এর আলোকে সম্পাদিত হয়েছে মর্মে গণ্য হবে।

২২.২.১৯

মো: আনিছুর রহমান
সচিব
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

স্মারক নং-১৬.০০.০০০০.০০৩.১৮.০০৫.১৭.১৪২ তারিখ : ১২/০২/২০১৯ খ্রি.

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়/প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
২. সিনিয়র সচিব...মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
৩. গভর্ণর, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা।
৪. সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব...মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
৫. মান্যবর রাষ্ট্রদূত, রাজকীয় সৌদি দূতাবাস,গুলশান, ঢাকা।
৬. মান্যবর রাষ্ট্রদূত, বাংলাদেশ দূতাবাস, রিয়াদ, সৌদি আরব।
৭. অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, মালিবাগ, ঢাকা।
৮. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
৯. মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা।
১০. মহাপরিচালক, এন.এস.আই, ঢাকা।
১১. মহাপরিচালক, মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
১২. প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা।
১৩. প্রধান তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (প্রেস বিজ্ঞপ্তিটি বহুলপ্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
১৪. বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা/রাজশাহী/বরিশাল/সিলেট/রংপুর/ময়মনসিংহ।
১৫. অতিরিক্ত সচিব (আইন/উন্নয়ন), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৬. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা।
১৭. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
১৮. মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, আগারগাঁও, ঢাকা।
১৯. পরিচালক, ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি), তেজগাঁও, ঢাকা।
২০. প্রকল্প পরিচালক, এক্সেস টু ইনফরমেশন (a2i), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা (দৃ: আ: প্রধান সমন্বয়ক, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার)।
২১. রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন, সচিবালয় লিঙ্করোড, ঢাকা।
২২. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সোনালী ব্যাংক লি., প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা।
২৩. ব্যবস্থাপনা পরিচালক/সিইও, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ, বলাকা ভবন, কুর্মিটোলা, ঢাকা।
২৪. যুগ্মসচিব (সকল)................................. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৫. কনসাল জেনারেল, কনস্যুলেট জেনারেল অব বাংলাদেশ, জেদ্দা, সৌদি আরব।
২৬. ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ভাইস প্রেসিডেন্ট,...ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (এ বিষয়ে তাঁর আওতাধীন শাখাসমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
২৭. কাউন্সেলর (হজ), বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দা/মক্কা, সৌদি আরব।
২৮. জেলা প্রশাসক (সকল)..।
২৯. উপসচিব (সকল), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা/পরিচালক, হজ অফিস, আশকোনা, বিমান বন্দর, ঢাকা।
৩০. উপপরিচালক, ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা (গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৩১. সিস্টেমস এনালিস্ট, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (এ হজ প্যাকেজটি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে (www.mora.gov.bd) প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৩২. পুলিশ সুপার (সকল)..।
৩৩. পরিচালক, রোগ নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৩৪. সিভিল সার্জন (সকল)..।
৩৫. উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা (বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় হজ প্যাকেজটি প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৩৬. প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।
৩৭. সচিবের একান্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৩৮. মাননীয় সভাপতির একান্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৯. সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা (প্রেস বিজ্ঞপ্তিটি বহুল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৪০. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)...।
৪১. উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার (সকল)..।
৪২. উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন (সকল জেলা)..।
৪৩. কান্ট্রি ম্যানেজার, সৌদি এ্যারাবিয়ান এয়ারলাইন্স, বাংলাদেশ, ঢাকা/জেদ্দা, সৌদি আরব।
৪৪. সভাপতি/মহাসচিব, হজ এজেন্সীজ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব), ঢাকা, সাত্তারা সেন্টার (১৬ তম তলা), হোটেল ভিক্টোরী, ৩০/এ নয়াপল্টন, ভিআইপি রোড, ঢাকা (সকল হজ এজেন্সীকে অবহিতকরণের অনুরোধ করা হলো)।
৪৫. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিজনেস অটোমেশন লিঃ, ১২ কারওয়ান বাজার, ঢাকা (এ হজ প্যাকেজটি হজের ওয়েবসাইটে (www.hajj.gov.bd) প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৪৬. স্বত্বাধিকারী/ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ---।
৪৭. জনাব --।
৪৮. অফিস কপি/মাস্টার ফাইল।

১২/০২/১৯

আব্দুল্লাহ আরিফ মোহাম্মদ
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৮৪৩২২